NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২০২৬ ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.10.2026, Vol.20, Issue No. 127, 8 Pages, Price 3.00

CHATTERJEE Group
The Value of Time

HALDIA PETROCHEMICALS LTD

AdPerMa
(A subsidiary of Haldia Petrochemicals Limited)

ধন্যবাদ!

ভারতবর্ষের কেমিক্যাল শিল্পোন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলদিয়ায়

প্রধান অতিথি
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ভারতের সর্ববৃহৎ ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন কেন্দ্র অ্যাডপার্মা-র নতুন প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের **মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী**-র প্রতি **হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড** আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

ভারতের স্পেশালটি কেমিক্যাল শিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে অ্যাডপার্মা নিয়ে এসেছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টিগ্রেটেড উৎপাদন পরিকাঠামো এবং নতুন উৎপাদন শিল্পের দিশা, যা আমাদের দেশের কেমিক্যাল শিল্পের বিকাশে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

স্পেশালটি কেমিক্যাল শিল্পে ভারতের ভবিষ্যৎ এখানেই

সম্মাননীয় অতিথিবৃন্দ

শ্রী স্বপন দাশগুপ্ত
অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী তাপস রায়
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী অর্জুন সিং
শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী
তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী দীপক বর্মন
বিদ্যালয় শিক্ষা, আবাসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME) এবং বস্ত্র মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী
সাংসদ - কাঁথি লোকসভা

শ্রীমতী জুন মালিয়া
সাংসদ - মেদিনীপুর লোকসভা

শ্রীমতী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী শান্তনু প্রামাণিক
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী অশোক দিন্দা
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ হরেকৃষ্ণ বেরা
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী অরূপ কুমার দাস
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী দীপঙ্কর জানা
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী উমেশ রাই
রাজ্য প্রতিমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী প্রদীপ কুমার বিজলী
বিধায়ক - হলদিয়া

শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী
বিধায়ক - এগরা

শ্রী সুভাষচন্দ্র পাঁজা
বিধায়ক - মহিষাদল

শ্রী সুব্রত মাইতি
বিধায়ক - পাঁশকুড়া পূর্ব

হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর | ১৪ অক্টোবর, ২০২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, ASIF IQBAL, পিতা- Mohammad Qasim, ১৪৫বি, সি আর অ্যাভিনিউ, জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, কলকাতা-৭০০০০৭-এর বাসিন্দা, আমার মেয়ে **ASIFA IQBAL**-এর আধার কার্ডে (নং 2959 0732 4207) আমার নাম **ASIF IQBAL** হিসেবে নথিবদ্ধ আছে। কিন্তু, আমার মেয়ে **ASIFA IQBAL**-এর জন্ম শংসাপত্র (রেজিঃ নং B.97) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার নথিতে আমার নাম **MD ASIF IQBAL** হিসেবে নথিবদ্ধ আছে। গত ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে শিয়ালদহের লার্নেড ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতে হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, **ASIF IQBAL** এবং **MD ASIF IQBAL** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি শ্রীবাস বিশ্বাস পিতা- নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস সাং ও পোঃ- পূর্ব নোয়াপাড়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পঃবঙ্গ। আমার নামীয় পি ৫১০৭৮৭ নং পাসপোর্টে আমার পদবী নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং গ্রামের বানান পূর্ব নওয়াপাড়া হইয়াছে। ইং ০৫-০৯-২০২৬ তারিখে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে ৩৫৩৫২ নং এফিডেভিট বলে পদবী বিশ্বাস এবং গ্রামের বানান পূর্ব নোয়া পাড়া হিসাবে সংশোধন করিলাম।

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Rinki Ghosh, W/o. Sujit Ghosh, R/o. Bhotgram, Sarai, Pandua, Hooghly-712149, W.B., do hereby declare that I have changed my Name from Salema Khatun as well as Salema Ghosh (which has been recorded in my Voter Card & Aadhaar Card) to Rinki Ghosh, and also changed my religion from Islam to Hindu, vide Affidavit No. 24416, dated 09.10.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Hooghly at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Rinki Ghosh faith Hindu instead of Salema Khatun as well as Salema Ghosh faith Islam and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Rinki Ghosh and Salema Khatun & Salema Ghosh W/o. Sujit Ghosh, all are the same and one identical person.

গত 14/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24784 নং এফিডেভিড বলে আমি, Ajit Kumar Thakur, S/o. Late Punit Thakur, সাকিম টালিখোলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Ayush Thakur) Form-1 – Birth Report (Rule 5) ও Form-7 – Birth Register (Rule 13)-এ আমার পুত্রের সঠিক নাম Ayush Thakur-এর পরিবর্তে Ayush লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Ayush Thakur লিপিবদ্ধ করিতে চাই এবং আমার পুত্র সর্বস্থলে Ayush Thakur নামে পরিচিত এবং Ayush Thakur ও Ayush সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 13/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24572 নং এফিডেভিড বলে আমি, Ajit Kumar Thakur, S/o. Late Punit Thakur, সাকিম টালিখোলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Ayush Thakur) Form-1 – Birth Report (Rule 5) ও Form-7 – Birth Register (Rule 13)-এ আমার সঠিক নাম Ajit Kumar Thakur-এর পরিবর্তে Ajit Thakur লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Ajit Kumar Thakur লিপিবদ্ধ করিতে চাই এবং আমি সর্বস্থলে Ajit Kumar Thakur নামে পরিচিত এবং Ajit Kumar Thakur ও Ajit Thakur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **SUNITA SINGH** W/O Ranbijay Singh residing at 108, Raj Pukur Path, Athpur, P.O.- Athpur, P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743128 do hereby declare vide affidavit serial no. 127 dated 13.10.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my Son's correct and actual spelt name with surname is KARTABYA SINGH which is recorded in his Certificate of birth vide Regn. No. KGP-1/105/2010 at 31.12.2010 issued by the concerned authority of Kowgachhi-I and it is recorded in his Aadhaar Card but in his Xavier's English School's admission register, his name name has been recorded as KARTAVYA SINGH by mistake. KARTABYA SINGH and KARTAVYA SINGH i.e. my Son is the same and one identical person.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
রেফা:- এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৫/২০২৬

দরখাস্তকারী- প্রভু পাসোয়ান, পিতা- মৃত ভোলা পাসোয়ান, সাং-৮/১৪, অ্যাঙ্গাস লাইন কোয়ার্টার, পোঃ- অ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২১।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার পিতা **মৃত ভোলা পাসোয়ান** মহাশয় **অ্যাঙ্গাস জুট মিল** (আ ইউনিট অফ দ্য অ্যাঙ্গাস কোম্পানি লিমিটেড) পোঃ- অ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২১ তে চাকুরীরত অবস্থায় বিগত ইংরাজী ১২/১২/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমার পিতা চাকুরীরত অবস্থায় পরলোক গমনের পর তাহার গ্রাচুইটির সমুদয় টাকা তথা **১,২০,৯১৯/- (এক লক্ষ কুড়ি হাজার নয় শত উনিশ)** টাকা অ্যাঙ্গাস জুট ওয়ার্কস-এ যাহা গচ্ছিত রাখা আছে তাহা দরখাস্তকারী পাইবার জন্য অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয়ে কাহারোও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তিনি বা তাহার আইনজীবির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে একমাসের মধ্যে জানাইবেন। নচেৎ মেয়াদান্তে দরখাস্তকারী শুনানী অন্তে এককভাবে উক্ত টাকা পাইবার হকদার হইবেন।

Sushil Das, Advocate
Chandernagore Court

ধন্যবাদান্তে
Chanchal Biswas, Sheristadar
District Delegate Chandernagore

ঘোষণা পত্র

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী ইন্দ্রকান্ত ছেত্রী**, পিতা ৺লাল বাহাদুর ছেত্রী, সাকিম বিবেকানন্দ রোড, জীবন পালের বাগান, হুগলী মোড়, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩, মহাশয় বিগত ইং ১৫/১০/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে, ৬২৬ নং এফিডেভিট বলে এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছে যে, **তপশীল** জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কুলিহান্ডা, জে.এল নং ১৮, আর.এস. খতিয়ান নং-৯৬১, আর.এস. দাগ নং-৩০৫, জমির পরিমাণ কমবেশী ৮ কাঠা, সম্পত্তিটিতে ৬৮ বৎসর অধিক কাল যাবৎ আমার মক্কেল স্বপরিবারে বসবাস ও ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অদ্য তারিখ পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তির কোন মালিকানা বা দাবীদার যোগাযোগ করেন নাই বা যোগাযোগ হয় নাই।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ উপরোক্ত ঠিকানায় অবহিত করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, উক্ত তপশিল বর্ণিত সম্পত্তিটির মালিকানা **ইন্দ্রকান্ত ছেত্রী** মহাশয়ের বলিয়া স্থায়ী বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসে তাহার নাম নথিভুক্ত হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী,** 8145852335

মাননীয় এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ (ফাস্ট ট্র্যাক) আদালত
ম্যাট সুট নং ৩৩৭/২০২৪
মঞ্জুলা বিশ্বাস গোমস্ ....দরখাস্তকারিনী
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মামলা দরখাস্তকারিনী **মঞ্জুলা বিশ্বাস গোমস্** স্বামী তরুন এ্যান্টনি গোমস্ পিতা সুবোধ বিশ্বাস, সাং অন্নপূর্ণা এ্যাপার্টমেন্ট, বড়বাজার মেন রোড, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তাহার স্বামী **তরুন এ্যান্টনি গোমস্** পিতা মৃত যোশেফ গোমস্ প্রযত্নে সনৎ মন্ডল সাং - মরিয়ম পাড়া, গ্রাম ও পোঃ - বেগোপাড়া, থানা রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৫৬-এর বিরুদ্ধে যে মামলা দাখিল করিয়াছেন তাহা বর্তমানে মাননীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, চন্দননগরে ২০২৪ সালের ৩৩৭ নং ম্যাট্রিমনিয়াল স্যুট হিসাবে বিচারাধীন আছে। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি নিজে বা উপযুক্ত মাধ্যমে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় সময় অন্তে অত্র আদালতে একতরফা শুনানী অন্তে দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে তাহার প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার প্রদত্ত হইবে।

নেপাল চন্দ্র সেন
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে উকিলবাবু

অনুমত্যানুসারে
Abhishek Chakraborty, Bench Clerk
Additional District & Sessions Judge Fast Track Court, Chandernagore

NOTICE

Notice is hereby given that Smt. Mitali Das W/o Tapu Das purchased the below mention landed property through a registered Power of Attorney vide no. IV121/16 registered at the Office of the ADSR, Uttarpara, HooghlY, residing at L.I.C. Staff Quarter, Block- M, New Alipore, Dist. Kolkata, PIN- 700053, West Bengal, has applied before the Block Land & Land Reforms Officer, Serampore, Hooghly, for mutation of the property described below on the basis of Registered Deed No. 06210 2888 of 2026, registered at the Office of the ADSR, Uttarpara, Hooghly. Property Description: Mouza – Konnagar, J.L. No. 07, L.R. Dag No. 2881, L.R. Khatian No. 5721, measuring 0 Katha 13 Chatak 12 Sq.Ft. Any person having any right, title, interest or objection regarding the proposed mutation is requested to submit a written objection with supporting documents before the BL&LRO, Serampore, Hooghly, within 10 (ten) days from the date of publication of this notice, failing which the mutation application shall be considered and disposed of in accordance with law without any further reference.

Snigdha Roy
Advocate
Chinsurah Judges Court, and Serampore Court

গণবিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের নির্দেশক্রমে এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিটি ইউকো ব্যাংকের সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক এম/এস রামকৃষ্ণ গার্মেন্টিস, স্বত্বাধিকারী কৌস্তব দত্তের অনুৎপাদক সম্পদভুক্ত ঋণ হিসাবের অধীনে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষাকরণ ও পুনর্গঠন এবং জামানত স্বার্থ বলবৎকরণ আইন, ২০০২ অনুসারে নিলামের মাধ্যমে অর্ণব হালদার, পিতা - প্রয়াত ধ্রুবেন্দ্র নাথ হালদার এবং রামপ্রকাশ যাদব, পিতা - সারদা যাদবের নিকট বিক্রয় করা হয়। উক্ত বিক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৭/০৫/২০০৫ তারিখে উক্ত আইনের অধীনে স্মারক নম্বর ৭৭৮/সারফেসি মূলে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিবন্ধন ও স্ট্যাম্প রাজস্ব অধিদপ্তরের বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত বিক্রয় শংসাপত্রটি নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে, অতএব, নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির উপর কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কোনও প্রকার অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি, আপত্তি বা অন্য কোনও আইনগত দাবি থাকিলে, উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে **০৭ (সাত) দিনের মধ্যে** যথাযথ প্রমাণপত্রসহ লিখিতভাবে নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় তাহা জানাইবার জন্য আহ্বান জানানো হইতেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও দাবি বা আপত্তি লিখিতভাবে উত্থাপিত না হইলে, পরবর্তীকালে উক্ত সম্পত্তির উপর সংশ্লিষ্ট কোনও দাবি বা আপত্তি না থাকার বিষয়টি আইনানুগভাবে বিবেচনা করা হইবে এবং প্রযোজ্য আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

সম্পত্তির বিবরণ প্রায় ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ৩৬ বর্গফুট পরিমাণ বাস্তু জমি, যার উপর ১০২৯ বর্গফুটের একটি আবাসিক ইউনিট অবস্থিত। আর.এস. দাগ নম্বর : **২৩৫ ও ২৩৪** এল.আর. দাগ নম্বর : **৩৪৩ ও ৩৪২**। আর.এস. খতিয়ান নম্বর : **৫০৯, ৫১০, ৫০৪ ও ৫১৪**। এল.আর. খতিয়ান নম্বর : **১০৪, ৮৮২ ও ৬৯৬৬**। মৌজা : **মুরাদপুর**। জে.এল. নম্বর: **১১৩**। তৌজি নম্বর : **৭৪-৭৭-৮২**। অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয় : **সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়**। থানা : **ঠাকুরপুকুর**। জেলা : **দক্ষিণ ২৪ পরগণা**। কলকাতা পৌরনিগমের অন্তর্গত : **এস.এস. ইউনিট, ওয়ার্ড নম্বর ১২৩**। সম্পত্তির ঠিকানা : **১২২, কালীপদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০৮, পশ্চিমবঙ্গ।**

প্রবীর কুমার ঘোষ
অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
ইএন নং. ডব্লুবি-৮৪৩/১৯৯৫

: বিজ্ঞপ্তি:-
পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক
৩ নং উইল প্রোবেট কেস / ২০২৬ সাল

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী ইন্দ্রনীল রায়, পিতা শ্রী শ্যামল রায়, সাং – গড়সাফাৎ, পোঃ ও থানা ময়না, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, দরখাস্তকারী হইয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার গড়সাফাৎ মৌজার সাবেক ৪৬৩ হাল ৬০৫ দাগের মধ্যে ০১.৭৫ ডেঃ ভূমি ও তদুপরিস্থিত চারতল পাকা বাড়ীর পশ্চিমাংশের সম্পূর্ন অংশ ও সাবেক ৪৮৮ হাল ৫১৯ দাগের মধ্যে ০১ ডেঃ ভূমি ও সাবেক ৪৮৯ হাল ৫২০ দাগের মধ্যে ০৪.৬৬৭ডেঃ ভূমি এমতে ০৫.৬৬৭ ডেঃ ভূমি ও তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ীর সম্পূর্ন অংশ এবং ঐ থানার আনন্দপুর মৌজার সাবেক ও হাল ৬৯১ দাগের মধ্যে ১১.৫ ডেঃ ভূমি ও তদুপরিস্থিত ত্রিতল পাকা বাড়ীর সম্পূর্ন অংশ ও সাবেক ও হাল ৩৯৪ দাগের মধ্যে ০২.৭৯৫ ডেঃ ভূমি ও সাবেক ও হাল ৩৯৫ দাগের মধ্যে ০২.২১৬ ডেঃ ভূমি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক তপশীলে বর্নিত মতে তাহার পিতামহ বীরেন্দ্র নাথ রায় ও পিতামহী কমলা রানী রায় এর গত ইং ২৪.০৬.২০২২ তারিখে সম্পাদিত ও রেজেস্ট্রিকৃত 'উইল' খানি প্রোবেট পাইবার প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। অদ্য সন 14-09-26 তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে প্রদত্ত হইল।

অনুমত্যানুসারে
কিশলয় পাহাড়ী (সেরেস্তাদার)
পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, তমলুক

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৬৩৩১৬৯৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৮৮৯৬/ ৭০৭৪৪৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩০৫০৫৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯০৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৯৫৯১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আইল উমা বাড়িতে...

আহিরিটোলা সর্বজনীনে দর্শনার্থীদের ভিড়।

সল্টলেক একে ব্লকের দুর্গাপ্রতিমা।

মানিকতলা চালতা বাগান লোহাপট্টির দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল আর এন রবি, এছাড়া ছিলেন শিশির বাজোরিয়া, সন্দীপ ভুতোরিয়া, হরিমোহন বাঙ্গুর। ছবি অদিতি সাহা।

বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ৯৯তম বর্ষের পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হল মঙ্গলবার। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি, স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ মহারাজ, উদ্যোগপতি বিজয় আগরওয়াল, ঊষাশংকর পাঠক ও চিকিৎসক প্রসূন ঘোষ-সহ বিশিষ্টজনেরা।

অবকাশকালীন বেঞ্চ ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়, অভিষেককে কড়া ভাষায় জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে দায়ের করা মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে স্পষ্টভাবে খারিজ করে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, অবকাশকালীন বেঞ্চ সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করে আদালত জানিয়ে দেয়, এই বেঞ্চকে 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। নির্ধারিত নিয়ম মেনেই আগামী ডিসেম্বরে এই মামলার শুনানি হবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে উচ্চ আদালত।

গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। আদালতে তিনি সওয়াল করেন, আগামী ডিসেম্বর মাসে মামলাটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত

রয়েছে। কিন্তু তার অনেক আগেই প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত নানা স্পর্শকাতর তথ্য ও খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এর ফলে বিচারপ্রক্রিয়া ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। আইনজীবী আবেদন জানান, যদি নিয়মিত বেঞ্চে দ্রুত শুনানি সম্ভব না হয়, তবে মামলাটি যেন হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয়।

কিন্তু আইনজীবীর এই যুক্তিতে একটুও সায় দেয়নি আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য আর্জির তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'অবকাশকালীন বেঞ্চ কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়, যে চাইলেই সব মামলা সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।' বিচারপতির এই মন্তব্যে কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আদালতের নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি ভেঙে কোনও বিশেষ মামলার জন্য ওভাররাইড সুবিধা দেওয়া হবে না।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে এই মামলাটি বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে উঠেছিল। পরবর্তীতে আইনি নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং ডিভিশন বেঞ্চ ঘুরে তা বর্তমান বেঞ্চের এক্তিয়ারে এসেছে। এই জটিল আইনি ধাপ এবং মামলার গুরুত্ব বিচার করে বিচারপতি জানিয়ে দেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মামলার দ্রুত শুনানি কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে পূর্বনির্ধারিত সময়েই মামলাটির শুনানি হবে। আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, সংবাদমাধ্যমে তদন্তের অগ্রগতি বা তথ্য প্রকাশ নিয়ে আইনি সুরক্ষা চেয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি টিম। তবে হাইকোর্টের এই কড়া অবস্থানে আপাতত ডিসেম্বরের জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে তৃণমূল সাংসদকে।

নতুন সরকারের আমলে থিম ভাবনায় কোনও বাধা নেই: পবনকুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় মনপছন্দ থিম নাহলে বাধার মুখে পড়তে হত পুজো উদ্যোক্তাদের। বৃহস্পতিবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোলঘর পার্কে গোলঘর অধিবাসীবৃন্দের পুজোর উদ্বোধনে এসে ভাটপাড়ার জনপ্রিয় বিধায়ক পবন কুমার সিং এপ্রসঙ্গে বলেন, নতুন সরকারের আমলে পুজোর থিম ভাবনায় কোনও বাধা নেই। দর্শনার্থীদের জন্য বাড়তি সুবিধা হিসেবে পাসের ব্যবস্থা ছিল। ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে সেই 'পাস' প্রথা দূর হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বিধায়ক পবনকুমার সিং বলেন, 'পাস' প্রথা বন্ধ হওয়া দরকার। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মণ্ডপে প্রবেশ করার জন্য একটাই পথ থাকা দরকার। প্রসঙ্গত, গোলঘর অধিবাসীবৃন্দের ৬৮ তম বর্ষের থিম হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বিখ্যাত

কেদারনাথ মন্দির। এখানে লাইট-সাউন্ডের প্রজেকশন অর্থাৎ সিনেমাটিক বিষয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়া বিধানসভার কনভেনার সঞ্জিত সিং, বিধায়ক প্রতিনিধি রীতেশকুমার সিং, বিজেপির ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজকুমার সিং প্রমুখ।

কিন্তু বিগত সরকারের আমলে বিতর্কিত থিম হলেই বাধার মুখে পড়তে হত পুজো উদ্যোক্তাদের। বিধায়ক বলেন, নতুন সরকারের আমলে ভয় দূর হয়েছে। এখন পুজো করতে কোনও সমস্যা নেই। এবারে বঙ্গের মানুষ নতুন মেজাজে পুজোর আনন্দ উপভোগ করছেন। প্রসঙ্গত, তৃণমূল জমানায় ভালো প্যান্ডেল কিংবা প্রতিমা দেখতে

গঙ্গাবক্ষে আবার সচল লঞ্চ, পুজোর মুখে বড়সড় স্বস্তি কলকাতা ও হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর ঠিক মুখেই সমস্যা মিটল হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির। বুধবার থেকে শুরু হওয়া সমস্যা মাত্র ২৪ ঘণ্টার টানাপোড়েন শেষ হল বৃহস্পতিবার দিনে। এদিন পঞ্চমীর দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে হাওড়া ও তার আশেপাশের ১৪টি ঘাটে ফেরি চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হল। ফলে জলপথে নদী পার হয়ে কলকাতা-হাওড়ায় ঠাকুর দেখার আনন্দ উপভোগ করার ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের আর কোনো বাধা রইল না। নিজেদের বকেয়া মাইনে আর পুজোর বোনাস না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনার ফেরি পরিষেবার কর্মীরা। নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে বুধবার থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। আর দুর্গাপুজোর ঠিক আগে আচমকা এই জলপথের পরিষেবার চাকা থমকে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছিলেন সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। হাওড়া রেল স্টেশন থেকে নামা লাখ লাখ পুজোপ্রেমী মানুষ কীভাবে ওপারে কলকাতায় পৌঁছবেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল তীব্র ধোঁয়াশা। স্টেশন চত্বরে সীমিত বাস আর ট্যাক্সির ওপর বাড়তি ভিড়ের চাপ সামলানো যে কতটা কঠিন হত, তা ভেবেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল জেলা প্রশাসনের। এহেন পরিস্থিতি দেখে সমস্যা মেটাতে আর সময় নষ্ট করেননি রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। এই জটিলতা কাটাতে তিনি নিজেই সরাসরি ময়দানে নামেন। বুধবার হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির আন্দোলনকারী কর্মীদের ডেকে একটি জরুরি বৈঠক করেন তিনি। উপস্থিত কর্মীদের সব অভাব-অভিযোগ ও দাবিদাওয়া মন দিয়ে শোনেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মন্ত্রী। হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতির সব কর্মীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ওই বৈঠক শেষে মন্ত্রী উমেশ রাই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এক-দু'দিনের মধ্যে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর এরপরই বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে ফের স্বাভাবিক হয় পরিষেবা। মন্ত্রীর এই ইতিবাচক ও ভরসাযোগ্য বক্তব্যের ওপরে আস্থা রেখে কর্মীরা তাঁদের কর্মবিরতি বা ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপরই একে একে খুলে যায় সবকটি বন্ধ ফেরিঘাট। পঞ্চমীর দুপুরের রোদ গায়ে মেখে গঙ্গায় আবার লঞ্চের সাইরেন বাজতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন দর্শনার্থীরা। দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে এখন আর যানজটের ঝক্কি না সামলে, অনায়াসেই জলপথে ভেসে মানুষ মেতে উঠতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

টিটাগড়, ব্যারাকপুরে একাধিক পুজোর উদ্বোধনে পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার মহাপঞ্চমীর সন্ধেয় টিটাগড় এবং ব্যারাকপুরে একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন সন্ধেয় তিনি টিটাগড় বিবেকনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, মিলনগড় সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি এবং আনন্দ তীর্থ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো-সহ একের পর এক পুজোর উদ্বোধন করেন। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, চিকিৎসক সেলের চন্দ্রমণি শুক্লা, ব্যারাকপুর-৩ মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং। একাধিক পুজোর উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, সনাতন ধর্মের মানুষ একজোট হয়ে পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে। এদিন মন্ত্রী ব্যারাকপুর মধ্য নোনা চন্দনপুকুর অধিবাসীবৃন্দ এবং ব্যারাকপুর রয়্যাল পার্ক কালচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পুজোর উদ্বোধন করেন।

সপ্তম বেতন কমিশনের কাজ শুরু, সরকারি কর্মীদের বেতন-ভাতার তথ্য তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নবগঠিত সপ্তম বেতন কমিশন সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মীদের বেতন, ভাতা, পদ, পরিষেবা ও ক্যাডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য চেয়ে কমিশনের তরফে রাজ্যের অর্থসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

শুধু সরকারি দপ্তরের কর্মীই নন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত, পুরসভা-সহ রাজ্য সরকারের আর্থিক দায়ভার বহন করা বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত তথ্যও চাওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্ধারিত অনলাইন পোর্টালে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের এই তথ্য জমা দিতে হবে। তবে তথ্য জমা দেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ না থাকায় প্রশ্ন তুলেছেন কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডলের বক্তব্য, সময়সীমা বেঁধে না দিলে বিভিন্ন দপ্তর ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য পাঠাতে দেরি করতে পারে, যা কমিশনের কাজেও প্রভাব ফেলতে পারে।

উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ে প্রাক্তন আমলা নবীন প্রকাশের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করে। কমিশনের কার্যপরিধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সরকারি কর্মীদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে। পাশাপাশি ন্যূনতম বেতন নির্ধারণে দৈনিক ৩,৪৯০ ক্যালোরি পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা আগের ২,৭০০ ক্যালোরির মানদণ্ডের তুলনায় বেশি। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, শুধু বেতন বৃদ্ধি নয়, ভাতা, পদোন্নতি, অবসরকালীন সুবিধা এবং কর্মপরিবেশ-সহ সরকারি চাকরির সামগ্রিক কাঠামো পর্যালোচনা করে সুপারিশ করবে সপ্তম বেতন কমিশন।

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ মনাপের টুকিটাকি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি অর্ধেক আকাশ

৪ শহরকে সুন্দর করতে নয়া উদ্যোগ পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের
ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ ৪

কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২০২৬ ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.10.2026, Vol.20, Issue No. 127, 8 Pages, Price 3.00

‘বিচার বিভাগকে ভয় দেখানো যাবে না’

রাহুলের জবাব তলব সুপ্রিমের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করা নিয়ে এ বার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। ওই আচরণের জন্য তাঁর জবাব তলব করেছে আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, ‘বিচার বিভাগকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না।’ মামলার পরবর্তী শুনানির দিনই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে। রাহুলের পাশাপাশি নোটিস পাঠানো হয়েছে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকেও। পাশাপাশি রাহুলদের করা মামলার প্রেক্ষিতেও নির্বাচন কমিশনকে নোটিস পাঠিয়েছে আদালত। ওই মামলায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং অপর দুই কমিশনার সুখবীর সিং সন্ধু এবং বিবেক জোশীর কাছ থেকে জবাব চেয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

ভারত ছাড়ার নোটিস ইমরানকে

■ বলিউড অভিনেতা তথা আমির খানের ভাগ্নে ইমরান খান পেলেন ভারত ছাড়ার নোটিস। এ নিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অভিনেতা। বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিনেতা। ভারতীয় নাগরিক না হয়েও ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় অভিবাসন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় ইমরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ। প্রসঙ্গত, ইমরান ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও মার্কিন নাগরিক।

দিপকের তোপ

■ শুক্রবারের ‘লেহরা দো তেরঙ্গা’ কর্মসূচির আগেই দিল্লিতে উত্তেজনার পারদ চরমে। বৃহস্পতিবার ককরোচ জনতা পার্টি অর্থাত সিজিপি-র সভানেত্রী নেহা বোরা এবং যুব নেতা অভিজিৎ দিপকের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা ও তুমুল হট্টগোল। সংবাদ সম্মেলন শুরুর মুহূর্তেই উপস্থিত জনতার একটি অংশ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ও চিৎকার শুরু হয়। নেহা-অভিজিতের উদ্দেশে ধ্বনি ওঠে, ‘বন্ধ করো, দফা হো যাও!’ পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্ষুব্ধ নেহা বোরা অবিলম্বে আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নির্দেশ দেন বিশৃঙ্খলাকারীদের বের করে দেওয়ার জন্য।

আজ মহাষষ্ঠী...

লেক কালীবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

পুজোর উপহারে প্রতিশ্রুতি পূরণ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ লাগোয়া লালবাগে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই এই এলাকার অন্যতম সমস্যা গোরু পাচার, নেশার সামগ্রী পাচার কার্যত বন্ধ বলে জানালেন তিনি। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বাসিন্দাদের পুজোর উপহারও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকায় নতুন আইটিআই কলেজ, প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র, মর্নিং কলেজ, হাসপাতালের বেড বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেআইনি কার্যকলাপ নিয়ে বললেন, ‘বিএসএফ, পুলিশ জেলায় একসঙ্গে কাজ করছে। কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটবে না। গোরুপাচার, নেশাসাগ্রমী পাচার এখন প্রায় বন্ধ।’

জেলায় এসে কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কর্ণসুবর্ণে রেল দুর্ঘটনায় মৃত পাঁচ পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন। মৃত পরিবারের

বৃহস্পতিবার পঞ্চমীতে পাঁশকুড়া মেছোগ্রাম দুর্গোৎসব কমিটি আয়োজিত দুর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে এনে কাজ দেবেন। রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রচার মিছিলে লজেন্স কুড়োতে গিয়ে ছ’বছরের জেসমিনা খাতুনের মৃত্যু হয়েছিল। নির্বাচন বিধি থাকায় তখন তিনি মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারেননি। রেজিনগরের শক্তিপুরের প্রচারে এসে বলেছিলেন, নির্বাচন বিধি সরলে তিনি পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথার নড়চড় হলনা। বৃহস্পতিবার জেলার চারটি পুজোর উদ্বোধন করতে এসে জেসমিনা খাতুনের মা সবিতা বিবির হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দশ লক্ষ টাকার চেক। রেল দুর্ঘটনায় মৃত পরিবারের আমিজানুর শেখ সৌদি আরবে থাকতেন, অপর একজন সাহিদ আলি দুবাইয়ে থাকতেন। তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে এনে তুলে দিলেন সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগপত্র। রেল দুর্ঘটনায় মৃত অপর তিন পরিবারকে দিলেন পাঁচ লক্ষ টাকা করে চেক। এই পরিবারগুলি আগেই রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন।

মোদীর পাশে আইএমএফ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: জ্ঞানেশ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যেই জিডিপি বিতর্কে বড় সড় ধাক্কা খেল দেশের বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে ‘আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার’ বা আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড)। শুধু তা-ই নয়, এ ব্যাপারে নয়াদিল্লির সংশোধিত মূল্যায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেছে তারা। গত সেপ্টেম্বর মাসে চলতি অর্থবর্ষের জুন ত্রৈমাসিকের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) প্রকাশ করে কেন্দ্র। সরকারের দাবি, ওই সময়সীমায় ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় সূচক। এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বিস্ফোরক দাবি করে বসেন প্রাক্তন অর্থসচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ। তিনি বলেন, মাত্র ২.৬ শতাংশে দাঁড়িয়ে আছে জিডিপি। তা সত্ত্বেও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

গর্গের এ-হেন মন্তব্যের জেরে জিডিপি-কে কেন্দ্র করে তুঙ্গে ওঠে শাসক-বিরোধী তরজা। মাস ঘুরতেই যা নিয়ে মুখ খুললেন আইএমএফ-এর এশিয়া-প্যাসিফিক দপ্তরের ডিরেক্টর কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন। তাঁর কথায়, ‘মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবের জন্য নয়াদিল্লি যে সংশোধিত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।’

> মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবের জন্য নয়াদিল্লি যে সংশোধিত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেটা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
> —কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন
> আইএমএফের এশিয়া প্যাসিফিক দপ্তরের ডিরেক্টর

বলা বাহুল্য, এ-হেন পরিস্থিতিতে আইএমএফ কর্তার সাম্প্রতিকতম মন্তব্যে যথেষ্ট স্বস্তিতে সরকার। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির বক্তব্য, বিশ্বব্যাপী খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে ভারত। পরিষেবা ও রপ্তানিতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ইতিবাচক ফলাফল করেছে তারা। এককথায়, এ দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলে স্পষ্ট করেছে আইএমএফ।

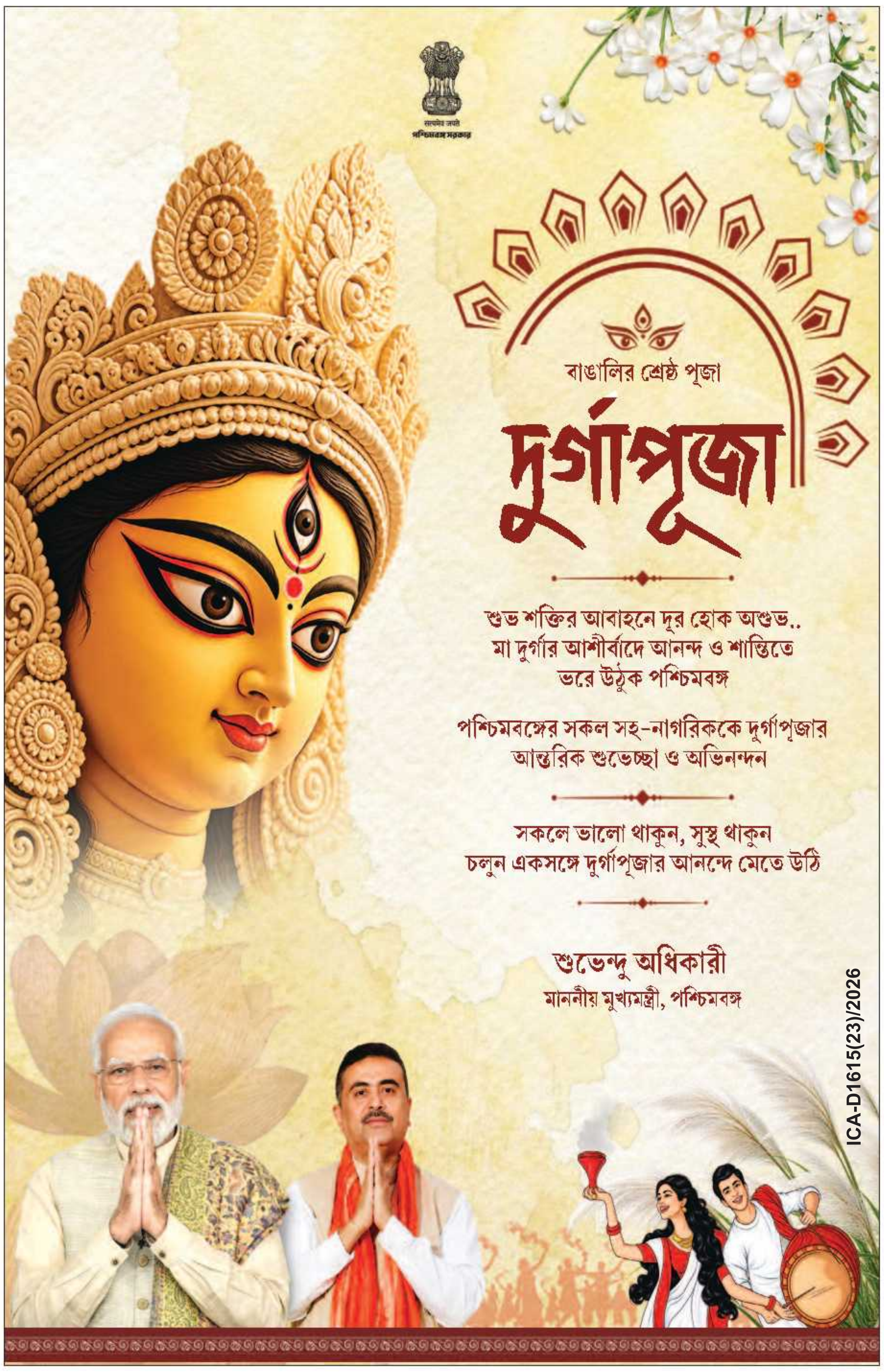

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২০২৬, ২৮ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার

সম্পাদকীয়

রাজ্যের সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের প্রতি এই বৈষম্য এবার দূর হোক

রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। পরিবর্তনের সরকারের হাত ধরে বদলাচ্ছে অনেক রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ আশায় বুক বাঁধছেন। এবার হয়তো তাদেরও কোনও সুরাহা হবে। এমনই একদল হলেন এই রাজ্যের সরকার পোষিত কলেজগুলির অধ্যক্ষরা। দীর্ঘদিন ধরেই তারা বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। সরকারের এক আজব নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ এই নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের কাছে বারবার দরবার করেও কোনও সদর্থক উত্তর মেলেনি। ফলে তাদের দাবি, দাবিতেই রয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্নটা হল, সমস্যাটা কোথায়? গাইডলাইন অনুযায়ী, সহকারি অধ্যাপক পদে কর্মরত কোনও সরকার পোষিত কলেজের অধ্যাপক যদি প্রায় ১৭ বছর কাজ করে থাকেন তবে তিনি কোনও কলেজের অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অধ্যাপক হিসেবে তিনি যে বেতন পেতেন টাকার অঙ্ক সেখান থেকে কমে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অবস্থা চলছে। কারও কোনও হেলদোল নেই। রাজ্যের অধ্যক্ষ সংগঠনের দাবি, বেশি কাজের দায়িত্ব এবং কম বেতনের ফলে অনেকেই সরকারি বা সরকার পোষিত কলেজগুলিতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। পরিস্থিতি এমনই চলতে থাকলে ধীরে ধীরে রাজ্যের কলেজগুলি অধ্যক্ষ-শূন্য হয়ে যাবে। এখন রাজ্যের অনেক কলেজেই অধ্যক্ষ পদ ফাঁকা পড়ে আছে। কারণ, কেউই দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নয়। স্থায়ী অধ্যক্ষ না থাকায় অনেক কলেজেই সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু মূল সমস্যার কোনও সমাধান মিলছে না। এই অবস্থা কাটাতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে অধ্যক্ষদের সংগঠন। কিন্তু এখনও প্রশাসনিক স্তর থেকে গত দেড় দশকের মতোই কোনও সাড়া মেলেনি। এই নিয়ে তাদের সংগঠন নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের দাবি, ২০১৮ সালে নিয়ম পরিবর্তনের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পদোন্নতির পর বেতন বৃদ্ধির পরিবর্তে বেসিক বেতন কমে যাচ্ছে। এমন অদ্ভুত বিষয় নিয়ে কেন প্রশাসনিক স্তরে কোনও ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে না, প্রশ্ন সেটাই। এখন রাজ্যে পরিবর্তন হয়েছে, খোলনলচে-সহ অনেক কিছুই বদলাচ্ছে, তাহলে এবার এই বৈষম্যও দূর হোক, এমনই দাবি অধ্যক্ষদের।

সোনার অলংকারে সেজে উঠছেন মা। চোরবাগান চ্যাটার্জি বাড়িতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

শহরকে সুন্দর করতে নয়া উদ্যোগ পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে শহরের রূপ বদলাতে এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ জোরকদমে চলছে। বড় বড় রাস্তার রং করার পর এবার ফ্লাইওভার ও ব্রিজের নিচের অব্যবহৃত জায়গাকে খেলাধুলো এবং নানা সৃজনশীল কাজে ব্যবহারের অভিনব পরিকল্পনা সামনে আনলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তবে একই সঙ্গে তাঁর গলায় ঝরে পড়েছে একরাশ আশঙ্কাও। সম্প্রতি চিংড়িহাটা ব্রিজে বাইক স্কিড করার ঘটনা এবং তা নিয়ে বিরোধী মহলের সমালোচনার পরই এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী এও জানান, সাধারণ মানুষের উপযোগিতা বাড়াতে এবং শহরের পরিকাঠামোকে আরও সুন্দর করে তুলতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রিজের তলায় যে জায়গা রয়েছে, ওইখানে দু'পাশে নেট লাগিয়ে ঘিরে দেব। তারপর খেলার জায়গা তৈরি করে দেব। টেবিল টেনিস কোর্ট হতে পারে। ক্রিকেট হয়তো হবে না, তবে ক্যারামের মতো খেলা যেতে পারে। যেমন গড়িয়াহাট ব্রিজের নিচে দাবা খেলা হয়, ঠিক সেই আদলেই এই জায়গাগুলোর সদ্ব্যবহার করা হবে।'

অন্যদিকে সম্প্রতি চিংড়িহাটা ব্রিজে কয়েকজন বাইক আরোহীর স্কিড করে পড়ে যাওয়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এর পরেই ব্রিজের দেওয়ালে বা রাস্তায় করা নতুন রং নিয়ে সরব হয় বিরোধীরা। এই সমালোচনার জবাব দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'স্কিড তো অনেক ভাবেই হতে পারে। আমি হাইওয়ে থেকে ফিরছিলাম, সেখানেও বড় দুর্ঘটনা হল। ওই দুর্ঘটনাও স্কিড করেই হয়েছে, অথচ সেখানে তো কোনো রঙ ছিল না! তাই রঙের জন্যই স্কিড করেছে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। হতেও পারে, নাও হতে পারে। ঘটনার পর আমরা সবাই বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছি।' এর পরেই খানিকটা আক্ষেপের সুরে তিনি যোগ করেন, 'এখন নতুন কিছু করতেও ভয় লাগছে। কিছু একটা করলেই হাহাকার পড়ে যায়।'

পাশাপাশি বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'মানুষের ভালো লাগার জন্যই আমরা শহরকে সাজানোর চেষ্টা করছি। ১৫ বছরের সরকার না সাজিয়েছে, না মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের কথা ভেবেছে। জল দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার করা যেমন আমার কাজ, তেমনই শহরের সৌন্দর্যায়ন করাও আমার দায়িত্ব। আমরা তো টাকা চুরি করে কাজটা করছি না, কিংবা কারও কাছে হাত পেতেও করছি না।'

এরই রেশ ধরে মন্ত্রী এও জানান, সাধারণ মানুষের সুবিধা এবং মতামতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'বাংলার সাধারণ মানুষের মতামত আমাদের কাছে সর্বাগ্রে। তাঁরা যদি ভয় পান বা আপত্তি জানান, তবে আমরা অবশ্যই পদক্ষেপ করব। ইতিমধ্যেই দেশের বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া এবং শিলিগুড়িতে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে এই কাজ করা হবে।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, শহরের বড় বড় রাস্তা কিংবা ব্রিজের তলার যে অংশগুলো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পড়ে রয়েছে, সেগুলোকে সুন্দর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনেক মাঠ পড়ে থাকলেও তা ঠিকমতো দেখভাল করা হয় না, যার ফলে সরকারের যেমন আয় হয় না, তেমনই ছোট ছোট বাচ্চারাও খেলার সুযোগ পায় না। এই সমস্ত অব্যবহৃত মাঠ ও জায়গার একটি তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় সৌন্দর্যায়নের কাজ করা সম্ভব, তা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে।

কলকাতায় রয়্যাল ক্রুজারের নতুন প্রিমিয়াম স্লিপার বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করলেন পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় ট্রাভেল সংস্থা 'রয়্যাল ক্রুজার' তাদের নতুন ও বিশ্বমানের প্রিমিয়াম স্লিপার বাস সার্ভিসের সূচনা করল। কলকাতার এসপ্ল্যানেডের সিটিসি টার্মিনাস থেকে এই নতুন বাসগুলির উদ্বোধন করা হয়। বৃহস্পতিবার এই বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রয়্যাল ক্রুজারের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় সিং, ধনঞ্জয় সিং এবং আদিত্য সিং।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন এই বিলাসবহুল বাসগুলি মূলত কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রুটে যাতায়াত করবে। সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে সাশ্রয়ী ভাড়ায় এতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এই দূরপাল্লার বাসগুলিতে কেমিক্যাল ওয়াশরুমের (শৌচাগার) ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং রয়্যাল ক্রুজারের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রয়্যাল ক্রুজার বাংলার গর্ব। গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে আসছে। বিগত দুই দশক ধরে মানুষের ভরসা ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে রয়্যাল ক্রুজার কর্তৃপক্ষ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন, গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ আমাদের ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আমরা সবসময় যাত্রীদের নিরাপত্তার খেয়াল রাখি। আগামী দিনেও আমরা বাংলাকে অত্যন্ত নিরাপদ এবং বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উপহার দিয়ে যাব। প্রসঙ্গত, মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন পরিবহণ শিল্পে সংবাদমাধ্যম ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ভূমিকা নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছিল।

পুজোর পাসে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি
ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে এন্ট্রি পাস বিক্রির নামে বিপুল আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে প্রবল আইনি বিপাকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে চড়া দামে পুজোর টিকিট বা ভিআইপি পাস বিক্রির এই মামলায় তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলার দীর্ঘ শুনানি হয়। আদালতের এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে প্রাক্তন মন্ত্রীকে আরও চাপে ফেলল। পাশাপাশি, জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় তাঁর গ্রেপ্তারি এড়ানোর ক্ষেত্রে আর কোনো আইনি সুরক্ষা বা বাধা রইল না। তবে চন্দননগর উৎসব সংক্রান্ত পৃথক একটি মামলায় ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে উচ্চ আদালত।

আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, বউবাজার থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআরের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইন্দ্রনীল সেন। অভিযোগ ওঠে, ইউনেস্কোর স্বীকৃতি ও নামকে হাতিয়ার করে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো ও কার্নিভালের ভিআইপি পাস চড়া দামে বিক্রি করা হয়েছিল। এই সংক্রান্ত কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তি কলকাতার বউবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে।

রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি এই চাঞ্চল্যকর আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার নিজেদের হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে প্রিভিউ শো এবং বিভিন্ন সরকারি উৎসবের নাম করে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ হয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই মামলার তদন্তের স্বার্থে একাধিকবার ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর আত্মীয়দের তলব করে ম্যারাথন জেরা করেছেন ইডি আধিকারিকরা। খতিয়ে দেখা হয়েছে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আর্থিক লেনদেনের নথিও।

বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে শুনানি চলাকালীন আদালতের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কড়া পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। এর আগে শুনানিতে বিচারপতি জানতে চেয়েছিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার বা কোনো বাড়তি সুবিধা নিয়েছিলেন কি না সে ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত সব দিক বিবেচনা করে বিচারপতি তাঁর আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন। অন্যদিকে, চন্দননগর উৎসব সংক্রান্ত অন্য একটি মামলার শুনানিতে স্বস্তির খবর মিলেছে। ওই নির্দিষ্ট মামলায় ইন্দ্রনীলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনো সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়নি বলে আদালতের নজরে আসে। যদিও রাজ্য সরকারের আইনজীবীর দাবি, ওই মামলায় ধ্রুবজ্যোতি বসু নামের অন্য এক ব্যক্তি মূল অভিযুক্ত।

এদিকে আবার তাঁর পূর্বতন বিভাগ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সেই দপ্তরের ফাইল খুলেছে, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তে গঠিত কমিশন। নবান্ন থেকে চাওয়া হয়েছে, ২০১৬ থেকে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনীলের দপ্তরের সব ফাইল। বস্তুত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তে গঠিত কমিশন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এই কমিশন মূলত দুর্নীতির তদন্ত করছে, সেই সব ফাইল চাওয়া হয়েছে। তৃণমূল জমানায় সব উৎসবের ফাইল এর কপি চাওয়া হয়েছে তদন্তের জন্য।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের স্বাস্থ্য প্রকল্পে আরও ৫ এইমস, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পে বড় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম-এর আওতায় চিকিৎসার সুবিধা আরও বাড়াতে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে দিল্লির পাশাপাশি দেশের আরও পাঁচটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ চিকিৎসার সুযোগ পাবেন ডব্লিউবিএইচএস-এর আওতাভুক্ত উপভোক্তারা। অর্থ দপ্তরের মেডিক্যাল সেলের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পাটনা, গৌহাটি, কল্যাণী, ভুবনেশ্বর এবং দেওঘরের এইমসকে - প্রকল্পের অধীনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ও সীমান্তবর্তী জেলার বাসিন্দাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লি যেতে হবে না। কাছাকাছি এইমসেই চিকিৎসা করাতে পারবেন তাঁরা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এইমসগুলিতে ভর্তি বা চিকিৎসার জন্য আগাম অনুমতির প্রয়োজন হবে না। তবে চিকিৎসার খরচ স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এবং নির্ধারিত সীমার মধ্যেই ফেরত দেওয়া হবে। তবে বহির্বিভাগের (ওপিডি) চিকিৎসার ক্ষেত্রে আগের মতোই নির্দিষ্ট রোগ ও শর্তের ভিত্তিতেই খরচের প্রতিপূরণ মিলবে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসার জন্য যাতায়াত ভাতা (ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স) দেওয়া হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

চিংড়িহাটা উড়ালপুলে বসল বিশেষ স্পিড কন্ট্রোল ব্লক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর মুখে শহরের রূপটানে বিপত্তি। সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যবহৃত রঙে ঢেকেছে রাস্তা, আর তাতেই জল পড়ে ঘটল একের পর এক দুর্ঘটনা। সম্প্রতি এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, বৃষ্টিভেজা চিংড়িহাটা উড়ালপুলে পর পর কয়েকটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ছে রাস্তায়। ঘটনাটি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বিষয়টি নবান্নে পৌঁছতেই রাজ্য সরকারের নির্দেশে তদন্ত শুরু হয়েছে। 'অ্যান্টি স্কিড' রং ব্যবহার করা সত্ত্বেও কীভাবে এমন বিপত্তি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তায় বিন্দুমাত্র ঝুঁকি না নিয়ে রাতারাতি চিংড়িহাটা উড়ালপুলের উপর বিশেষ স্পিড কন্ট্রোল ব্লক বসানো হয়েছে।

একই শিক্ষা নিয়ে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করেছে আসানসোল জেলা প্রশাসনও। পুজোর আগে শহরের সৌন্দর্য বাড়াতে আসানসোলের শহিদ ভগৎ সিং মোড়ের রাস্তা রঙিন করে তোলা হয়েছিল। তবে চিংড়িহাটার ঘটনার পর বুধবার সারারাত ধরে সেই রং মোছার কাজ চালায় পুরসভা ও জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা; জনসাধারণের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। তবে সৌন্দর্যায়নের কাজ একেবারে বন্ধ হচ্ছে না; বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ নিয়ে বৃষ্টিতেও যাতে বাইক বা গাড়ি না পিছলে যায়, তার জন্য বিশেষ পিচ্ছিল-রোধী অর্থাৎ অ্যান্টি-স্কিড উপকরণ ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, বিভিন্ন রং প্রস্তুতকারী সংস্থার সিএসআর তহবিলের অর্থ দিয়েই এই সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছিল। তবে অভিযোগ উঠেছে, এই রঙের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়ে পড়ছিল। পাশাপাশি, দিনের বেলা কড়া রোদে রঙিন রাস্তার ওপর আলো প্রতিফলিত হয়ে চালকদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও তৈরি হচ্ছিল। বুধবার দুপুরে আচমকা এক পশলা বৃষ্টিতে চিংড়িহাটা উড়ালপুলের রং ঢেকে যাওয়া অংশে জল জমতেই বিপত্তি ঘটে। একের পর এক বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক স্তরেও শোরগোল পড়ে। বিরোধীদের অভিযোগ, উৎসবের মরশুমে তড়িঘড়ি সৌন্দর্যায়ন করতে গিয়েই রাস্তা মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানান, 'বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। চালকদের চোখ ধাঁধানো বা রাস্তা পিছল হওয়ার অভিযোগ সত্য হলে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষের সুবিধাই সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য।'

'ভোটচোর' কটাক্ষ মামলায় মহুয়াকে পোস্ট সরাতে নির্দেশ আলিপুর আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক সংঘাতে বড়সড় আইনি ধাক্কা খেলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। রাজ্যের মুখ্যসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অর্থাৎ সিইও মনোজ আগরওয়ালকে সমাজমাধ্যমে 'ভোটচোর' বলে আক্রমণ করার ঘটনায় স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতার আলিপুর আদালত। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ওই মন্তব্যের সপক্ষে কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেননি সাংসদ। এরপরই সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বৈধ বাঙালি ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে মনোজ আগরওয়ালকে নিশানা করেছিলেন মহুয়া। সমাজমাধ্যমে করা তাঁর সেই পোস্টে লেখা হয়েছিল, 'দেশ এবার আপনাকে ধাওয়া করবে। ছাড় পাবেন না।' এই মন্তব্যের জেরে মনোজের সততা, পেশাগত দক্ষতা এবং দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

মনোজের আইনজীবীর বক্তব্য, প্রাক্তন সিইও হিসেবে তিনি সম্পূর্ণভাবে আইন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই নিজের সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে ভোট চুরি বা কোনওরকম বেআইনি কাজের প্রশ্নই ওঠে না। এরপরেই মানহানির অভিযোগে মহুয়াকে আইনি নোটিস পাঠান মনোজ আগরওয়াল। নোটিসে ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ৫০ হাজার টাকা আইনি খরচ দাবি করার পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পোস্ট মুছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। তবে মহুয়া মৈত্র সেই নোটিস পাওয়ার পর প্রকাশ্যে জানান যে তিনি এইসবে 'তোয়াক্কা' করেন না। এরপরেই আদালতের দ্বারস্থ হন মনোজ। বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালত এই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে, মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে মানহানিকর কোনও মন্তব্য করে মহুয়া আর নতুন কোনও পোস্ট করতে পারবেন না এবং পুরনো পোস্টগুলিও পুনরায় শেয়ার করতে পারবেন না। গত ৩ অক্টোবর এবং ৬ অক্টোবর মহুয়া যে সমস্ত পোস্ট করেছিলেন, নির্দেশনামা হাতে পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। পাশাপাশি, এই নির্দেশ কেন বহাল রাখা হবে না, তার ব্যাখ্যা চেয়ে মহুয়াকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আদালতের সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ, এসআইআরের মতো জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে আলোচনা কিংবা সরকারি নীতির সমালোচনা করার অধিকার সকলেরই রয়েছে।

রামপ্রসাদের ভিটে সাজিয়ে তোলা হবে: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গঙ্গাপাড়ের অতি প্রাচীন জনপদ হালিশহর। যার প্রাচীন নাম ছিল কুমারহট্ট। এই হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর জন্মভিটেতেই গড়ে উঠেছে শক্তি মায়ের মন্দির। বৃহস্পতিবার মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অসহায় মহিলাদের শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের হাতে ভোগ প্রসাদও তুলে দেওয়া হয়। উক্ত সেবামূলক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, এই মন্দির নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন আছে। পূর্বতন মন্দির কমিটি এই মন্দির নিয়ে ভাবেনি। প্রাচীন ইতিহাস এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অথচ মন্দিরের কোনও উন্নয়ন হয়নি। তবে রাম প্রাসাদের স্মৃতিবিজড়িত এই কালী মন্দিরকে সাজিয়ে তোলা হবে। বিধায়ক জানান, সাধক রামপ্রসাদ সেন থেকে শুরু করে রানি রাসমণি, মহাপ্রভু চৈতন্য ও ঈশ্বরপুরীর শহর এই হালিশহর। কিন্তু এই হালিশহর সেভাবে প্রচার পায়নি। রামপ্রসাদ স্নানের ঘাটকেও সাজিয়ে তোলা হবে।

রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিবিজড়িত চাঁদ সওদাগরের বংশধর ভদ্রবাড়ির দুর্গাপুজো আজও জনপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজাগুলির মধ্যে একটি কোতুলপুরের ভদ্রবাড়ির দুর্গাপুজো। এই পুজো ঘিরে বাঁকুড়া ও হুগলির মানুষের আলাদা একটা আবেগ আছে। একসময় রামকৃষ্ণদেব নাকি ভদ্রবাড়ির দুর্গাপূজা দেখতে ঢুকে ছিলেন এমনটাই দাবি ভদ্র পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের।সেই কাহিনীই ভদ্র বাড়ির দুর্গাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এছাড়া কথিত আছে যে, মনসামঙ্গল খ্যাত চাঁদ সওদাগরের উত্তরপুরুষ এই ভদ্ররা। এই পরিবারের পূর্বপুরুষেরা সাগর ও নদীতে ডিঙ্গা ভাসিয়ে লবন ব্যবসা করতে যেত দূর দূরান্তে। এই লবণ ব্যবসায় তারা ফুলে ফেঁপে ওঠে। কথিত অনুসারে আজ থেকে প্রায় ৩৫০ বছর আগে তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজ উদয় চাঁদ মহাতাপের কাছ থেকে ভদ্র পরিবার কোতুলপুর সংলগ্ন ১৭ মৌজার জমি কিনে নিয়ে জমিদারি শুরু করেছিলেন। একদিকে রমরমিয়ে চলা লবন ব্যবসা আর অন্যদিকে

জমিদারির বিপুল আয়ে কোতুলপুরে তারা গড়ে তোলেন বিরাট এস্টেট। জমিদারি পত্তনের পাশাপাশি শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা। জমিদার বাড়ির উঠোনে তৈরি হয় দুর্গা মণ্ডপ। যদিও পরবর্তীকালে ভদ্র পরিবার দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হয়ে যায় পুজোও। দুই ভদ্র পরিবারেই সমান তালে শুরু হয় দুর্গার আরাধনা। ভদ্র পরিবারের পূজার জাঁকজমক এতটাই ছিল যে তার খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পূজোর সময় পুতুল খেলা, রামলীলা পাঠ, যাত্রাপালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোত। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য প্রাচীন নথী অনুসারে গত ১৮৮০ সালের ১০ অক্টোবর সপ্তমীর সকালে কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুর্গাপূজা দেখতে ঢুকে পড়ে ছিলেন কোতুলপুরের এই ভদ্র বাড়িতে। এখন সেই জমিদারী প্রথা আর নেই। ভদ্র পরিবারের বিশাল এস্টেট সংস্কারের অভাবে চুনসুরকি খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ইট। হারিয়ে গেছে পূজার পুরনো জাঁক জমক ও আরম্বর। শুধু বেঁচে রয়েছে ভদ্র বাড়ির পূজা। ভদ্র পরিবারের বধূ দীপিকা বলেন, 'এখানে মা শিবদুর্গা রূপে পূজিত হন। বেলুড় মঠের নিয়ম অনুসারে পূজা হয়। রামকৃষ্ণদেব এসে ছিলেন ১৮৮০ সালে আরতি দেখে গিয়ে ছিলেন। মহালয়ার পরের দিন ঘট বসানো হয়। সে দিন থেকেই কার্যত পুজো শুরু হয়ে যায়। এ বাড়িতে অতীতের ঐশ্বর্যের স্মৃতি হিসেবে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরোনো বাড়ির একাংশ, শ্রীধর জিউ মন্দির, গিরি গোবর্ধন মন্দির, রাসমঞ্চ আর দুর্গা মণ্ডপ।'

মহিষাসুর বধের আঙ্গিকে সমাজের দশব্যাধি বিনাশের বার্তা স্কুলপড়ুয়াদের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: মা দুর্গার অসুর বধের কাহিনী শুধু অশুভ শক্তির বিনাশের প্রতীক নয়, বরং সমাজ থেকে সমস্ত অন্যায়, অবিচার ও অন্ধকার দূর করে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠারও বার্তা দেয়। সেই পৌরাণিক কাহিনীকেই বর্তমান সমাজের নানা সমস্যা ও ব্যাধি দূর করার সচেতনতামূলক বার্তায় রূপ দিল স্কুলপড়ুয়ারা। দেবীপক্ষের আবহে নৃত্যকলার মাধ্যমে মা দুর্গার অসুর বধের কাহিনী তুলে ধরে সমাজের দশটি ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানাল খানাকুলের মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। পড়ুয়াদের এই অভিনব উদ্যোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ আবহ। সাধারণত দুর্গাপুজোর সময় মা দুর্গার আগমন,

মহিষাসুর বধ এবং অশুভ শক্তির বিনাশের কাহিনী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। কিন্তু মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সেই চিরাচরিত কাহিনিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাদের পরিবেশনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সমাজে আজও যে সমস্ত সামাজিক ব্যাধি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে, সেগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। পড়ুয়াদের পরিবেশনার মাধ্যমে যে দশটি সামাজিক ব্যাধিকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি হল বাল্যবিবাহ, শিশু নিগ্রহ, নারী নির্যাতন, কুসংস্কার, নেশাসক্তি, পরিবেশ দূষণ, ডেঙ্গু, বর্ণবৈষম্য, অশিক্ষা এবং দারিদ্র। এই সমস্যাগুলি যে সমাজের অগ্রগতির পথে বড় বাধা, তা নৃত্যকলার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে খুদে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের এই পরিবেশনার মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা নয়, বরং ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা। মা দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করে অশুভ শক্তির বিনাশ করেছিলেন, তেমনই আমাদের সমাজ থেকেও বাল্যবিবাহ, শিশু নিগ্রহ, নারী নির্যাতন, কুসংস্কার, নেশাসক্তি, পরিবেশ দূষণ, ডেঙ্গু, বর্ণবৈষম্য, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের মতো ব্যাধিগুলিকে দূর করতে হবে। সবমিলিয়ে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে এক সচেতনতা মূলক বার্তা দেয় ওই স্কুল পড়ুয়ারা।'

নারায়ণগড়ে দুর্ঘটনায় সরকারি কন্ডাক্টরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নারায়ণগড়ে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় সরকারি বাসের এক কন্ডাক্টরের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন। খড়গপুরের দিক থেকে ওড়িশার দিকে যাওয়ার সময় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি যাত্রীবোঝাই বাস ও একটি কন্টেনারকে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই সরকারি বাসের কন্ডাক্টারের মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি মালবোঝাই লরি খড়গপুরের দিক থেকে ওড়িশার দিকে যাচ্ছিল। নারায়ণগড়ে জাতীয় সড়কে পেট্রোল পাম্পের কাছে একই দিকে যাওয়া একটি বেসরকারি বাসকে প্রথমে ধাক্কা মারে পরে লাইন হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সরকারি বাস ও একটি কন্টেইনারে ধাক্কা মারলে সরকারি বাসের কন্ডাক্টর ছিটকে একটি গাড়ির নিচে চাপা পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। আহত হয় যাত্রীবোঝাই বাস দুটির অন্তত দশ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছান বিধায়ক রমাপ্রসাদ গিরি ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। সরকারি বাসের কন্ডাকটরের মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পথ দুর্ঘটনার ফলে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

Bank of India BOI

দুর্গাপুর জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, সেক্টর-২এ, বিধান নগর-৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬, ইমেইল- Durgapur.Estate@bankofindia.bank.in

ভাড়া / লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর জোনাল অফিসের গোপালমঠ, থানা- ফরিদপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ পিন ৭১৩২১৬-এ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৫০০-২০৫০ বর্গফুট (আনুমানিক) পরিমাপের একটি সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে প্রয়োজন। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** -এ "টেন্ডার" ট্যাবের অধীনে অথবা উপরোক্ত ঠিকানায় আমাদের জোনাল অফিসে যোগাযোগ করুন।
দুটি বিডে সীলমোহরকৃত খামে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৮ অক্টোবর ২০২৬ বা তার আগে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত।** কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত বিড বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই দুর্গাপুর জোন

দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.
শ্রীবাসাঙ্গন রোড, পোঃ- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া
পিন-৭৪১৩০২ (পশ্চিমবঙ্গ) ফোন নং (০৩৪৭২) ২৪০৩৪৭
স্থাপিত-১৯২৯ (রেজিঃ নং ৪২ তারিখ ২৬.১১.১০২৯)
আরবিআই লাইসেন্স নং- UBD. W.B. 14/2009-10

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (৪), [অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)] এর অধীনে **দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ, নদীয়া**-এর প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর (৫) [রুল ৩] এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১২.০২.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা **মেসার্স বর্ণা মেডিসিন সেন্টার, প্রোপ্রাইটর তুলসী দাস পোদ্দার**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত ৩১.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **১৮,৩৪,৯৯২/- টাকা (আঠারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শো বিরানব্বই টাকা)** পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি. নবদ্বীপ, নদীয়া**-এর **৩১.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৮,৩৪,৯৯২/- টাকা (আঠারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শো বিরানব্বই টাকা)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদের চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১.২৬ শতক পরিমাপের জমি ও ভবন, তুলসী দাস পোদ্দারের অনুকূলে, পিতা- প্রয়াত ননী গোপাল পোদ্দার, খতিয়ান নং সি.এস-৮৭১, আর.এস-২১৪৯, এল.আর-১৩৭২, হাল-৪৯০৬, দাগ (প্লট) নং সি.এস-৫৭৭, আর.এস এবং এল.আর-৫৭৭/৩৫১১, মৌজা - ২৯, তেঘড়ি। **ডিড নং-আই-১৮৮৪ সাল ২০০৮।** শ্রেণী - বাড়ি।

তারিখ : ১৫.১০.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : নবদ্বীপ — দ্য নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব নैশনাল ব্যাঙ্ক | pnb punjab national bank

ANNEXURE-13 SI-10

পশ্চিম মেদিনীপুর এআরএমবি
মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, শহীদ ক্ষুদিরাম বোস রোড, বার্জ টাউন, পোঃ মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তির জন্য দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যার তারিখ **০৩.০৮.২০২৬,** এবং **মেদিনীপুর নেচার ফ্রেন্ড অর্গানিক ফার্টিলাইজারস প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী জয়ন্ত কুমার রায় (ডিরেক্টর) পিতা বেনিকিঙ্কর রায়, শ্রী অশোক কুমার সরকার (ডিরেক্টর) পিতা বন্দিরাম সরকার, নিবন্ধিত কার্যালয় গ্রাম ও পোঃ- আমলাগোড়া, থানা- গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১১২১**-কে নোটিশে উল্লিখিত **২,৩৯,৮৯,৮২২.৪৮ টাকা (দুই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশো বাইশ টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) যা ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ)** এবং তার সাথে ০১.০৪.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ ও চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (যদি কোনো আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) উক্ত নোটিশের তারিখ/প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর** তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ২,৩৯,৮৯,৮২২.৪৮ টাকা (দুই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উননব্বই হাজার আটশো বাইশ টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) যা ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী (৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং তার সাথে ০১.০৪.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ ও চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (যদি কোনো আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) এর চার্জের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা গড়বেতা, মৌজা আমলাগোড়া, জেএল নং ৪৮২, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৬ এবং ২৮/১৪, এলআর প্লট নং ১৫৭২-এ অবস্থিত ৬৬ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা **২৯.০৩.২০১২ তারিখের ডিড নং আই-৮৬৫ এবং আই-৮৬৬** অনুযায়ী **শ্রী জয়ন্ত কুমার রায় এবং শ্রী অশোক কুমার সরকারের নামে রয়েছে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** নির্মলেন্দু মণ্ডলের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** রবিন সুকাইয়ের সম্পত্তি, **পূর্বে :** বিজলি সরকারের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** নিমাই হিস এবং বিশ্বজিৎ কর।
২. জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা গড়বেতা, মৌজা আমলাগোড়া, জেএল নং ৪৮২, এলআর খতিয়ান নং ২৮/১৪, এলআর প্লট নং ১৫৭৩-এ অবস্থিত ৯৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।
চৌহদ্দি : উত্তরে : নির্মলেন্দু মণ্ডলের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** রবিন সুকাইয়ের সম্পত্তি, **পূর্বে :** বিজলি সরকারের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** নিমাই হিস এবং বিশ্বজিৎ কর।

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান : মেদিনীপুর — **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
দেবপাড়া টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট পার্সনদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৬ এর অধীনে)

	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১.	কর্পোরেট দেনাদারের নাম	দেবপাড়া টি কোম্পানি লিমিটেড
২.	কর্পোরেট দেনাদার অন্তর্ভুক্তির তারিখ	২৭/০১/১৯১০
৩.	যেই কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট দেনাদার অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি কলকাতা-১
৪.	কর্পোরেট দেনাদারের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U15421WB1910PLC002162
৫.	কর্পোরেট দেনাদারের নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	প্রযত্নে ৭০, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, হিন্দ সিনেমার নিকটে, হিন্দ সিনেমার নিকটে, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৩
৬.	কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৪-১০-২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধ হওয়ার আনুমানিক তারিখ	১২-০৪-২০২৭
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম শ্রী অনিল আগরওয়াল রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
৯.	বোর্ডে নিবন্ধিত ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা ৫ম ফ্লোর, দ্য চেম্বারস, ১৮৬৫ রাজডাঙ্গা মেইন রোড, ইউনিট নং ৫০৩, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা ৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৭। ই-মেইল anil@avbassociates.co.in
১০.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা মৌসুমী অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ ইমেইল আইডি debparatea.ibc@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৮-১০-২০২৬
১২	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল কর্তৃক নিরূপিত ২১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৬এ)-এর ক্লজ (খ)-এর অধীনে পাওনাদারদের শ্রেণি (যদি থাকে)	-প্রযোজ্য নয়-
১৩	একটি শ্রেণিতে পাওনাদারদের প্রাধিকৃত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ইনসলভেন্সি প্রফেশনালদের নাম (প্রতিটি শ্রেণির জন্য তিনটি নাম)	-প্রযোজ্য নয়-
১৪	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) প্রাধিকৃত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	ওয়েব লিঙ্ক https://ibbi.gov.in/home/downloads -প্রযোজ্য নয়-

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-১, ১৪.১০.২০২৬ তারিখে দেবপাড়া টি কোম্পানি লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে।
দেবপাড়া টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পাওনাদারদের এতদ্বারা ২৮.১০.২০২৬ তারিখে বা তার আগে ১০ নং দফায় উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদাররা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত পাওনাদাররা সশরীরে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে পারেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

শ্রী অনিল আগরওয়াল
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
দেবপাড়া টি কোম্পানি লিমিটেড-এর বিষয়ে
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00270/2017-2018/10514
এএফএ শংসাপত্র নং : AA1/10514/02/300627/109006
এএফএ বৈধতার মেয়াদ - ৩০-০৬-২০২৭

তারিখ : ১৬.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI — **রিজিওনাল বিজনেস অফিস-১, বহরমপুর**
"পরমহংস", ১৪২/২, আর.এন. টেগোর রোড, পোঃ- বহরমপুর
জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১

ভাড়ার ভিত্তিতে প্রেমিসেস প্রয়োজন

এসবিআই-এর জন্য লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে বিকল্প প্রেমিসেস, বিশেষত গ্রাউন্ড ফ্লোরে, ভাড়া নেওয়ার জন্য মালিক/পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারদের কাছ থেকে নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী সীলমোহরকৃত অফার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র নং	ব্রাঞ্চের নাম	প্রস্তাবিত স্থান	বিল্ট আপ এরিয়া বর্গফুটে (আনুমানিক)
১.	এসিবি সতীতারা ব্রাঞ্চ	গ্রাম এবং পোঃ- গ্রামশালিকা, থানা- বড়ঞা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩২	২৫০০-৩৫০০ বর্গফুট
২.	বাজারডাঙ্গা	গ্রাম এবং পোঃ- মহালন্দী, থানা- কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৬	২৫০০-৩০০০ বর্গফুট

আরও বিবরণ, অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা, শর্তাবলি, টেকনিক্যাল বিড এবং ফিন্যান্সিয়াল বিডের প্রোফর্মা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট- https://sbi.co.in এবং https://bank.sbi -এ "এসবিআই ইন দ্য নিউজ প্রকিউরমেন্ট নিউজ"-এর অধীনে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে অফার প্রাপ্তির শেষ তারিখ ২৯.১০.২০২৬ বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত।
কোরিজেন্ডাম (যদি থাকে) শুধুমাত্র https://sbi.co.in সাইটে প্রকাশ করা হবে।
আগ্রহী বিডারদের তাদের সীলমোহরকৃত আবেদনপত্র এবং টেকনিক্যাল বিডের স্বাক্ষরিত কপি নির্ধারিত ফর্ম্যাটে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ **"রিজিওনাল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস - ১, "পরমহংস", ১৪২/২, আর.এন. টেগোর রোড, পোঃ- বহরমপুর"** এর অফিসে ২৯/১০/২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার আগে বা তার মধ্যে জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

তারিখ: ১৬/১০/২০২৬ — রিজিওনাল ম্যানেজার
স্থান: বহরমপুর — আরবিও-১, বহরমপুর

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144405
নিবন্ধিত কার্যালয় : বিকানের বিল্ডিং, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেইল : cs@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

ফিজিক্যাল শেয়ারের ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট পুনঃজমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া তার ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ("সার্কুলার") এর মাধ্যমে "ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের ট্রান্সফার এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো"-র একটি মেকানিজম সহজতর করেছে এবং তদনুসারে ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার, যার মধ্যে ফিজিক্যাল ট্রান্সফার মোড বন্ধ হওয়ার আগে অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে ট্রান্সফারের জন্য আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রে ঘাটতির কারণে কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিডগুলি পুনঃজমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনঃজমা করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলিকে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের বিশেষ উইন্ডো পিরিয়ড চলাকালীন কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে জমা/পুনঃজমা করার সুযোগ প্রদান করা হবে। তবে, সমস্ত ক্ষেত্রে, দাবিদারদের কাছে অবশ্যই আসল সিকিউরিটি শংসাপত্র থাকতে হবে এবং উক্ত শেয়ারগুলি কোনও কারণে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির কাছে ট্রান্সফার করা হয়ে থাকা উচিত নয়। অধিকন্তু, একবার ট্রান্সফার হওয়া সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ট্রান্সফারিকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রেডিট করা হবে এবং ট্রান্সফার নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন এর অধীনে থাকবে এবং উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন এই জাতীয় সিকিউরিটিগুলি ট্রান্সফার / লিয়েন-মার্ক / বন্ধক রাখা যাবে না।
বিস্তারিত জানার জন্য আপনি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আরএন মুখার্জী রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ), টেলিফোন নং- (০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮) ইমেইল আইডি mdpldc@yahoo.com।
সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com -এও উপলব্ধ রয়েছে।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
অভিষেক চক্রবর্তী
স্থান : কলকাতা — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**
তারিখ : ১৫.১০.২০২৬ — **এম. নং- এ৬০১৩৪**

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নোটিশ
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত রুল ৮(৬)-এর অধীনে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য **১৫ দিনের** ই-নিলাম নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং/ সহ-ঋণগ্রহীতা, অথবা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধিদের (ঋণগ্রহীতাদের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল এএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আগামী **৩১.১০.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন"** এবং **"বিনা হস্তক্ষেপে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হলো। এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/বাতিল না হলে, উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ / সম্পত্তি উক্ত **৩১.১০.২০২৬** তারিখে সকাল ১১টা থেকে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য ইএমডি-এর ডিমান্ড ড্রাফ্ট সম্বলিত সিল করা খাম এএফএল-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে **৩০.১০.২০২৬** তারিখে বা তার আগে সকাল ১১টার মধ্যে **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**-এর শাখা কার্যালয়, চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নীচে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুযায়ী "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে হবে;

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(দের) / সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনি প্রতিনিধি / গ্যারান্টার(দের) নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	১২.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১.	বায়োটেক ফাউন্ডেশন (ঋণগ্রহীতা) সুদীপা চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা ১) রেখা বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা ২) অমিত চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা ৩) নীলাঞ্জন বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা ৪) নারায়ণ বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা ৫) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (সহ-ঋণগ্রহীতা ৬ / বন্ধকদাতা)	২৬.০৫.২০২৫ ৪৭,৮৩,১১২/- টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বারো টাকা) যা ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	ফিজিক্যাল	**সংরক্ষিত মূল্য :** ৭০,৫৭,৩৮৪/- টাকা (সত্তর লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ চুরাশি টাকা) *যে মূল্যের নীচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না **বায়না জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) :** ৭,০৫,৭৩৮.৪০/- টাকা (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশ আটত্রিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা)	৫৮,০৬,৬৭৭ টাকা (আটান্ন লাখ ছয় হাজার ছশো সাতাত্তর টাকা) ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক এবং ৬ বর্গফুট (২০০৫ সালের দলিল নং আই ০০৭১৮ অনুযায়ী) এবং ৫ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট (২০০৫ সালের দলিল নং আই ০০৭১৯ অনুযায়ী), মোট ৫৮৪৮ বর্গফুট, কমবেশি, যা হোল্ডিং নং ৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ৭০, আর.এস. দাগ নং ১২৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. নং ১০৪, মৌজা আমড়াঙার অধীনে, কলকাতা-৭০০১২৮-এ অবস্থিত এবং বাড়ি/প্লটের সীমানা :
পূর্বে : দাগ নং ১২৯
পশ্চিমে : রাস্তা
উত্তরে : দাগ নং ১২৯
দক্ষিণে : দাগ নং ১৪৬।

দ্রষ্টব্য : বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে যথাযথ অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি মোকদ্দমার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে, যদি কোনো বিবাদ থাকে।
নিলামে, সাধারণভাবে জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বিড জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তবে, এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী কোনো আধিকারিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হওয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বিড করতে, অর্জন করতে বা কোনো স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করতে পারবেন না।
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে :
সম্পত্তিগুলির ই-অকশন পোর্টাল **https://sarfaesi.auctiontiger.net//EPROC/**-এর মাধ্যমে **৩১.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে** অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সংবাদপত্রে এবং ওয়েবসাইটগুলিতে প্রকাশিত নোটিশটি দেখুন **(পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট)** এবং **www.axisfinance.com**।
যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিবরণ এবং মোবাইল নং :
শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য : ৯৮১১৭১০৫৫৮
শ্রীমতী রিয়া মজুমদার; মোবাইল ৬২৯১৩৭১৩২৯
স্থান- কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/-
তারিখ ১৬.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার** অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

নিবন্ধিত ঠিকানা : সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০২৫।
CIN No. U65921MH1995PLC212675.
শাখার ঠিকানা : অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড শাখা কার্যালয় চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১।

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১) এর সাথে পঠিত রুল ৮(৬) এর অধীনে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬) এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য **৩০ দিনের** ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং/ সহ-ঋণগ্রহীতা, অথবা তাদের আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধিদের (ঋণগ্রহীতারা) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের (এএফএল) কাছে বন্ধক রাখা আছে, যার দখল এএফএল-এর প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **১৭-১১-২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে" এবং "যা আছে যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" এবং কোনো রিকোর্স ছাড়াই ভিত্তিতে** বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/বন্ধ না থাকলে, উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ/সম্পত্তি উক্ত **১৭-১১-২০২৬** তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ইএমডি-র ডিমান্ড ড্রাফ্ট সম্বলিত সিল করা খাম **১৭-১১-২০২৬** তারিখে বা তার আগে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত এএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড** এর ব্রাঞ্চ অফিস ঠিকানা চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ এ জমা দিতে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ/ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি "যেমন আছে যেখানে আছে" শর্তে হবে যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল;

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের)/ আইনি প্রতিনিধি/ গ্যারান্টার(দের) এর নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	১২.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১. ২. ৩.	**শ্রী মহাবীর স্টোরস (ঋণগ্রহীতা)** **আয়ুষ সারাওগী (সহ-ঋণগ্রহীতা-১)** **কমল সারাওগী (সহ-ঋণগ্রহীতা ২)**	১৫.০৪.২০২৬ **২,৩৭,৫৩,২৮১/- টাকা (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো একাশি টাকা)** ০৫.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	প্রতীকী	**সংরক্ষিত মূল্য ৩,১৮,৯৬,২৫০/- টাকা (তিন কোটি আঠারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা)** * যে মূল্যের নিচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না **আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ৩১,৮৯,৬২৫/- টাকা (একত্রিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার ছয়শো পঁচিশ টাকা)**	**২,৪৮,৩৯,৩৮১/- টাকা** (দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা মাত্র) ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
হাই-টেক চেম্বার অফিস স্পেস নং বি যা ৬ষ্ঠ ফ্লোরে প্রেমিসেস নং ৮৪/১বি, তপসিয়া রোড সাউথ, পোঃ- তপসিয়া, থানা- বেনিয়াপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৪৬ এ অবস্থিত যার পরিমাপ ২৮৭৪ বর্গফুট, সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত
উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৮৬বি তপসিয়া সাউথ
দক্ষিণে : রাস্তা
পূর্বে : দক্ষিণ প্রেমিসেস নং ৮৪/২ এবং ৮৬/১ তপসিয়া রোড সাউথ
পশ্চিমে : সাধারণ পথ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের)/ আইনি প্রতিনিধি/ গ্যারান্টার(দের) এর নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	১২.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১. ২. ৩.	**শ্রী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** **এনএস ইমপেক্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** **শ্রীমতী সুলতানা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)**	**২৩.০১.২০২৬** **৫,৫১,৮৩,৮৮৩/- টাকা (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার আটশো তিরাশি টাকা)** ০৫.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	প্রতীকী	সংরক্ষিত মূল্য **১১,৯৩,০০,০২৪.৫০/- টাকা (এগারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ চব্বিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** * যে মূল্যের নিচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না **আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ১,১৯,৩০,০০২.৫০/- টাকা (এক কোটি উনিশ লক্ষ তিরিশ হাজার দুই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা)**	৬,০৯,৫৯,৮২৪/- টাকা (ছয় কোটি নয় লক্ষ উনষাট হাজার আটশো চব্বিশ টাকা) ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩ এর ১৪ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড থানা তালতলা বর্তমানে নিউ মার্কেট, ৫২ নং ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণের সম্পূর্ণ ভবন যার পরিমাপ ২১৩৭৯ বর্গফুট, সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত
পূর্বে - ১৩, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
পশ্চিমে - ১২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
উত্তরে - ১২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
দক্ষিণে - ১৫, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের)/ আইনি প্রতিনিধি/ গ্যারান্টার(দের) এর নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	১২.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১. ২. ৩. ৪.	**চাঁদমুন্না সেখ (ঋণগ্রহীতা)** **মাহেবুব আলম সেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা- ১)** **আরিফা খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা ২)** **আইয়ুব আলম সেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা ৩)**	১৩.০৩.২০২৬ ৫৭,৯৩,৬৭৯/- টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শো উনআশি টাকা) ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	প্রতীকী	**সংরক্ষিত মূল্য ৬৫,৬৮,১৮৮/- টাকা (পঁয়ষট্টি লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো আঠাশী টাকা)** * যে মূল্যের নিচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না **আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ৬,৫৬,৮১৯/- টাকা (ছয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটশো উনিশ টাকা মাত্র)**	**৫৫,৭১,৩৮৩/- টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো তিরাশি টাকা) ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩ কাঠা (৩৮৮ নং দাগের অধীনে ১ কাঠা, ৪ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট এবং ৩৮৭ নং দাগের অধীনে ১ কাঠা, ১১ ছটাক এবং ৪১ বর্গফুট) পরিমাপের জমি এবং এর উপর দণ্ডায়মান ১৩৩৩ বর্গফুট পরিমাপের একতলা ভবন, যার কভার্ড এরিয়া ১০১৬ বর্গফুট, যা মৌজা বারুইপুর, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৭১, তৌজি নং ২৫০ এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৩৮৮, ৩৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৯৩৬, ২৯৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৮, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৫, হোল্ডিং নং ৫১২, গোল পুকুর রোড, কলকাতা-৭০০১৪৫, থানা- বারুইপুর, ওয়ার্ড নং ১১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এবং বাড়ি/প্লটের সীমানা
পূর্বে - ৩৮৮ নং দাগে অবস্থিত সম্পত্তি;
পশ্চিমে - ৮ চওড়া সাধারণ পথ;
উত্তরে - ৩৮৭ এবং ৩৮৮ নং দাগে অবস্থিত সম্পত্তি;
দক্ষিণে - ৮ চওড়া সাধারণ পথ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(দের)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের)/ আইনি প্রতিনিধি/ গ্যারান্টার(দের) এর নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	১২.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১. ২.	**শ্রীমতী পিঙ্কি দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** **শ্রীমতী বন্দনা পান্ডে (গ্যারান্টার)**	**১০.০৭.২০২৬** **২৫,৬১,৯৪৫.০০/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ টাকা)** ০৭.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	প্রতীকী	**সংরক্ষিত মূল্য ২৫,৫৬,৮০০/- টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা)** * যে মূল্যের নিচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না **আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ২,৫৫,৬৮০/- টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শো আশি টাকা)**	**২৬,৩৩,৮৮৭/- টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশো সাতাশি টাকা) ১২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট নং আরটি১-৭আর, ৭ম ফ্লোরে যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৭৫২ বর্গফুট এবং এর সাথে সম্পর্কিত কার্পেট এরিয়া কমবেশি ৫২২ বর্গফুট, ব্লক/বিল্ডিং নং রুবি টাওয়ার-১ তে যা রুবি জেমস সিটি বাকরাহাট রোড, ঠাকুরপুকুর, পোঃ-রসপুঞ্জ, নওয়াবাদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪ এ অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য : বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে যথাযথ তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি মোকদ্দমার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে, যদি কোনো বিবাদ থাকে।
নিলামে, সাধারণভাবে জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিড জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হওয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বিড করতে, অধিগ্রহণ করতে বা অধিগ্রহণের চেষ্টা করতে পারবেন না।
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এ নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলির সাপেক্ষে হবে
সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম **https://sarfaesi.auctiontiger.net//EPROC/** পোর্টালের মাধ্যমে **১৭.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে** অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সংবাদপত্রে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন **(পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট)** এবং **www.axisfinance.com**।
যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিবরণ এবং মোবাইল নং
শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য : ৯৮১১৭১০৫৫৮
শ্রীমতী রিয়া মজুমদার : মোবাইল ৬২৯১৩৭১৩২৯

স্থান - কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- **অনুমোদিত আধিকারিক**
তারিখ - ১৬.১০.২০২৬ — **অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড**
নিবন্ধিত ঠিকানা সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০২৫।
CIN No. U65921MH1995PLC212675.
ব্রাঞ্চের ঠিকানা অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড এর ব্রাঞ্চ অফিস চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭১

৪২১ বছরের ঐতিহ্য! লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী বাড়িতে চতুর্ভুজা রূপে পূজিতা মা দুর্গা

সুমন মণ্ডল

চন্দ্রকোনা: দুর্গাপুজো মানেই দেবী দুর্গার দশভুজা রূপ। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রামে চৌধুরী বাড়িতে দেবী পূজিতা হন চতুর্ভুজা রূপে। চার শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই পুজো আজও বহন করে চলেছে প্রাচীন ঐতিহ্য, পারিবারিক বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার অনন্য নিদর্শন।

কোনও প্রাচীন পুঁথি কিংবা শাস্ত্রনির্দেশিত নিয়মের ভিত্তিতে নয়, বরং এক পারিবারিক আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই এই বিশেষ রূপের আরাধনা হয়ে আসছে বলে জানা যায়। ঐতিহ্য মেনে দেবী এখানে একচালার। চৌধুরী বাড়ির এই পুজোয় মা দুর্গা শুধু অসুরদলনী যোদ্ধা নন, তিনি যেন পরিবারের সমস্ত সন্তানকে এক ছাদের তলায় আগলে রাখা এক চিরন্তন স্নেহময়ী জননী। চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজোর সূচনা ঠিক কবে হয়েছিল, তা আজও অজানা। তবে পরিবারের বর্তমান সদস্য বাপ্পাদিত্য চৌধুরীর কথায়, কল্যাণ চৌধুরী এই পরিবারের কালীপুজোর সূচনা করেছিলেন। কালীমূর্তির পায়ে আজও তাঁর নাম লেখা রয়েছে। তাঁর প্রপৌত্রের হাত ধরেই পরিবারের দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। সময়ের সঙ্গে বদলেছে মন্দিরের কাঠামো, কিন্তু বদলায়নি ঐতিহ্যের মূল সুর। প্রথমদিকে, মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি সাধারণ মন্দিরেই পুজো হতো। পরে খড়ের ছাউনি সরিয়ে তৈরি হয় টিনের ছাউনি দেওয়া আটচালা নাটমন্দির। বর্তমানে সেই জায়গায় গড়ে উঠেছে আধুনিক পাকা মন্দির। বাপ্পাদিত্য চৌধুরীর উদ্যোগে এমনভাবে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে নাটমন্দির ও মূল মন্দিরের অংশ একসূত্রে মিশে গিয়েছে। যেন উৎসবের দিনগুলিতে পরিবারের সকলকে এক ছাদের তলায় একত্রিত করারই প্রতীক এই মন্দির। রথযাত্রার রেশ কাটতে না কাটতেই চৌধুরী বাড়িতে শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। উল্টোরথের দিন পুরোহিতের হাত ধরে প্রতিমার কাঠামোয় পড়ে মাটির প্রথম প্রলেপ। এরপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে প্রতিমা নির্মাণের কাজ। এই পুজোর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য মহালয়ার ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে দেবীর ঘট স্থাপন। চার শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসা এই প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গভীর আবেগ ও পারিবারিক স্মৃতি। দেবীর আগমন, শঙ্খধ্বনি ও ধূপের সুগন্ধে মুখরিত পরিবেশে যেন স্মরণ করা হয় পরিবারের প্রয়াত পূর্বপুরুষদেরও। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই প্রথা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন পরিবারের সদস্যরা। সময়ের সঙ্গে পুজোর কিছু আচার-অনুষ্ঠানে পরিবর্তন এলেও মূল ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। একসময় সন্ধিপুজো ও নবমীতে ছাগবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। বর্তমানে সেই প্রথা বন্ধ হয়েছে। তার পরিবর্তে কুমড়ো, আখ কিংবা শসা দিয়ে প্রতীকী বলিদানের রীতি চালু হয়েছে। দশমীর বিসর্জন পর্যন্ত প্রতিদিনের পুজো নির্দিষ্ট প্রাচীন রীতি মেনেই সম্পন্ন হয়। চৌধুরী বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতির ইতিহাসও। একসময় জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আয়োজন করা হতো কাঙালি ভোজনের। পরবর্তীকালে শুরু হয় ফকির ভোজনের প্রথা। মুসলিম ফকিরেরা এই বাড়িতে এলে তাঁদের গুড় ও মুড়ি খাওয়ানো হতো। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই রীতি সম্প্রীতি ও মানবিকতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে। আজ সময়ের পরিবর্তনে পুজোর বাহ্যিক আয়োজন ও কিছু প্রথায় বদল এসেছে। কিন্তু লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী বাড়ির চতুর্ভুজা দুর্গাপুজোর চার শতাব্দীর বেশি সময়ের ভক্তি, বিশ্বাস ও আবেগ আজও অমলিন। ঐতিহ্যের পরম্পরা বুকে নিয়ে এই পুজো শুধু একটি পরিবারের আরাধনা নয়, বরং এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্প্রীতির এক জীবন্ত নিদর্শন।

ধরমপুর সবুজ সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এবারের পুজোর বিশেষ ভাবনা 'মুখ নয়, মুখোশ'। পঞ্চমীর দিন আনুষ্ঠানিকভাবে পুজোর উদ্বোধন করেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই এবং আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রশান্ত দিগার।

ভারতীয় গোর্খা রেজিমেন্ট এবং মা দুর্গার আরাধনার মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক

সোমা মুখোপাধ্যায়

গোর্খা রেজিমেন্টে দুর্গাপূজার সময় অস্ত্র পুজো একটি অত্যন্ত পবিত্র ও কেন্দ্রীয় রীতি। যেখানে শক্তির প্রতীক দেবী দুর্গার রূপ গোর্খা সৈনিকদের শৌর্য, বীর্য ও কর্তব্যের প্রেরণা। শৌর্য ও শক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা। গোর্খা সৈনিকদের মূলমন্ত্র হলো 'কাপার হুন্নু ভান্ডা মর্নু রামরো' (ভীতুর মতো বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো)। দেবী দুর্গা হলেন আদিশক্তি ও মহিষাসুরমর্দিনী, তাঁর এই রূপ ও মারণাস্ত্র ধারণের রীতি গোর্খা রেজিমেন্টের যুদ্ধের রণনৈপুণ্য ও বীরত্বের সঙ্গে মিলে যায়। গোর্খা রেজিমেন্টে দুর্গাপূজার সময় অস্ত্র পুজো একটি অত্যন্ত পবিত্র ও কেন্দ্রীয় রীতি। মহানবমীর দিনে জওয়ানরা তাঁদের রাইফেল, খুকরি এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র মায়ের চরণে রেখে পূজা করেন, যা তাঁদের পেশাদারিত্ব এবং ধর্মের মেলবন্ধন প্রকাশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে গোর্খা রেজিমেন্টের দুর্গাপূজার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যেমন ১৮৬৪ সালে শিলং-এ এবং ১৮৮০ সাল থেকে রাঁচি সহ বিভিন্ন রেজিমেন্টাল সেন্টারে গোর্খা ব্রিগেডের পক্ষ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গোৎসব ও ঐতিহ্যবাহী গান স্যালুট প্রদানের রীতি চলে আসছে। ভারত ও নেপালের এই বীর গোর্খা যোদ্ধারা বছরের পর বছর ধরে বাংলা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছেন। বাঙালি সমাজে দুর্গোৎসব যেমন সার্বজনীন আনন্দ ও শক্তির উদযাপন করে, গোর্খা ছাউনিগুলোতেও তেমনি শৃঙ্খলা, ভক্তি ও সামরিক ঐতিহ্যের উৎসব হয় প্রাচীন চিন্তাধারা অনুসারে। এই পূজা ছিল জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ এবং নতুন করে শুরু করার একটি উপলক্ষ। পূজার এই প্রাচীন সংযোগের কারণেই এতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি হয় না, বরং স্থানীয় রন্ধনশৈলী থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি পদই পরিবেশন করা হয়। পূজার শেষে যে বলিদান করা হয়, যার জন্য ছেলেদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা কেবল খারাপ কর্মের মোচনকেই বোঝায় না,

বরং একটি নতুন সূচনাকেও চিহ্নিত করে, যা মাংস দিয়ে উদযাপন করা হয় , স্থানীয় বিশ্বাসে যা পুষ্টি ও শক্তির উৎস। এই পূজার একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এটি যে মাসে হতো, যা অবশেষে দুর্গাপূজার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল অহীমহ (শরৎকাল)। এই মাসেই বিভিন্ন উপজাতি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে উপজাতীয় জীবনে মনোনিবেশ করত, ঠিক যেমন প্রকৃতি নতুন করে শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়। গোর্খা দুর্গাপূজার একটি স্বতন্ত্র খাদ্য সংস্কৃতি রয়েছে, যা তগুরমে মাংসের উৎসবদ হিসেবে পরিচিত। উপজাতীয় রন্ধনশৈলীর সাতটি রীতি ব্যবহার করে তৈরি এই পূজার আয়োজনে বলির মহিষের মাংস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গোর্খাদের রন্ধনশৈলীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আজও প্রতিটি সেনানিবাসের দুর্গাপূজার প্রধান আকর্ষণ। একবার ভাবুন তো, সিঁদুর খেলা ও বিসর্জনের আগের রাতে রেজিমেন্টের রান্না করা ভোজে ৩২টি স্টার্টার, পাঁচটি শোরবা এবং বেছে নেওয়ার জন্য এক ডজন বিভিন্ন ধরণের মাংসের পদ থাকে। মাংসের খিচুড়ি এবং লাবরা, যা সবজি ও মাংসের এক অপূর্ব মিশ্রণ, তার কৃতিত্ব যথাযথভাবে গোর্খাদেরই দেওয়া যায়। সশস্ত্র বাহিনীর এই বারবিকিউ সম্রাটদের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধা যে, সাধারণত বলা হয়ে থাকে, আপনি একজন গোর্খাকে মরুভূমিতে রেখে দিলেও সে এমন একটি খাবার তৈরি করে আনবে যা সেই যোদ্ধা রাজার জন্য উপযুক্ত। এক প্রাক্তন গোর্খা রেজিমেন্টের সেনা জওয়ানের মতে, বর্তমানে যে সেনা রেজিমেন্টগুলিতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে শেষের আগের দিনের বলিদান ও রান্নার কাজটি সাধারণত গোর্খারাই তাদের নিজস্ব অনন্য বারবিকিউ শৈলীতে করে থাকে। তাহলে গোর্খাদের স্থানীয় বিশ্বাস কীভাবে পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজার রূপ নিল? এর কৃতিত্ব আংশিকভাবে বাঙালিদের এবং কিছুটা নেপালিদের। এই পুজো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ধারণা গ্রহণ করে সমাজকে একত্রিত করার একটি রীতির কাজ করছে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং : ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

**ই-নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

**[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পদগুলি, যার ভৌত দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাধিকৃত আধিকারিকরা নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পাওনা নীচে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের জন্য ২৬.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে", এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম সহ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সিকিউরড ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মিথানী ব্রাঞ্চ** অ্যাকাউন্টের নাম **শ্রীমতী সুলেখা কেডিয়া** **ঋণগ্রহীতাদের নাম-** **শ্রীমতী সুলেখা কেডিয়া** ঠিকানা : আব্দুল লতিফ লেন, মুন্সী বাজার, আসানসোল।	ডি-১২ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার সুপার বিল্ট এরিয়া ১১২৭ বর্গফুট এবং কার্পেট এরিয়া ৯৮০ বর্গফুট যা ফোর্থ ফ্লোরে অবস্থিত এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২২৪ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট একটি ২ হুইলার পার্কিং, যা এমএফ প্লাজা নামে পরিচিত বহুতল ভবনে, আর.এস. প্লট নং ৯৫১, এল.আর. প্লট নং ১১৪৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩১৯, জে.এল নং ৩৫, মৌজা আসানসোল, থানা- আসানসোল সাউথ, জেলা- পশ্চিম বর্ধমানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৯ (পুরানো) / ৪১ (নতুন) নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে মুরগাসোল গুরুদ্বার, এস.পি. মুখার্জী রোড, আসানসোলের কাছে সমস্ত ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক পরিষেবা সংযোগ, সুবিধা, ইজমেন্ট অধিকার ইত্যাদির সাথে অবস্থিত। উক্ত ফ্ল্যাটটি ১৬.০৭.২০২৪ তারিখের নিবন্ধিত **বিক্রয় ডিড নং আই-৫৭১১/২০২৪** অনুযায়ী **শ্রীমতী সুলেখা কেডিয়ার** নামে রয়েছে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা এবং আর পি সাউয়ের বাড়ি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে : এসপি মুখার্জী রোড ১৬ ফুট চওড়া।	ক. ২৯.৯০ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০২.০৫.২০২৬ গ. ২২.০৯.২০২৬	১) ২৮,৭৭,০০০.০০ টাকা ২) ২,৮৭,৭০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**রানীগঞ্জ ব্রাঞ্চ** অ্যাকাউন্টের নাম : **মেসার্স সিংঘম এন্টারপ্রাইজেস (প্রোপ্রাইটর শ্রী অভিষেক সিনহা)** **ঋণগ্রহীতাদের নাম-** **মেসার্স সিংঘম এন্টারপ্রাইজেস (প্রোপ্রাইটর শ্রী অভিষেক সিনহা)** ঠিকানা এমজি রোড, পোঃ- রানীগঞ্জ, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান	**সম্পত্তি নং ১ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল খালি জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তি যা মৌজা সাহেবগঞ্জ, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৫৫ এ অবস্থিত, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮৭৯, জে.এল. নং ২৫ এর অধীনে, সাহেবগঞ্জ মৌজার মধ্যে, থানা- রানীগঞ্জ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, আয়তন ২ কাঠা বা ১৪৪০ বর্গফুট। **১৯.০৯.২০১৮ তারিখের সেল ডিড নং ০২০৪০৪৭৯৮** অনুযায়ী এডিএসআর রানীগঞ্জের মধ্যে শ্রী অভিষেক সিনহার নামে রয়েছে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : তৃপ্তি সিনহার জমি দ্বারা, দক্ষিণে : আশিষ মণ্ডলের জমি দ্বারা, পূর্বে : রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে : অন্যান্যদের জমি দ্বারা। **সম্পত্তি নং ২ :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল খালি জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তি যা মৌজা সাহেবগঞ্জ, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৫৫ এ অবস্থিত, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯০০, জে.এল. নং ২৫ এর অধীনে, সাহেবগঞ্জ মৌজার মধ্যে, থানা- রানীগঞ্জ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, আয়তন ২ কাঠা বা ১৪৪০ বর্গফুট। **১৯.০৯.২০১৮ তারিখের সেল ডিড নং ০২০৪০৪৭৯৫** অনুযায়ী এডিএসআর রানীগঞ্জের মধ্যে **শ্রীমতী তৃপ্তি সিনহার** নামে রয়েছে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে তারক সিনহার জমি দ্বারা, দক্ষিণে অভিষেক সিনহার জমি দ্বারা, পূর্বে রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে অন্যান্যদের জমি দ্বারা।	ক. ২০.৬০ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৫.১২.২০২৫ গ. ১৯.০৯.২০২৬	১) ১৩,১৭,০০০.০০ টাকা ২) ১,৩১,৭০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ১) ১৩,১৭,০০০.০০ টাকা ২) ১,৩১,৭০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম এবং শর্তাবলী

১) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হবে।
২) নিলামের তারিখ এবং সময় **২৬.১১.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টার মধ্যে** সমস্ত সম্পত্তির জন্য, এরপর প্রতিটিতে ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১৮০ মিনিটের জন্য চলবে এবং শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বৈধ বিড পাওয়া গেলে, নিলামটি আরও ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে সংরক্ষিত মূল্য থেকে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **২৫.১১.২০২৬ (বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)** তারিখ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।
৩) ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করার বিষয়ে জানতে পারবেন। ইচ্ছুক বিডাররা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১ ৯০০৬০৮২০৪৫) বা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনো প্রতিকার ছাড়াই ভিত্তিতে" বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির শিরোনাম এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। প্রাধিকৃত আধিকারিক/সিকিউরড পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৫) উপরের তফসিলে নির্দিষ্ট করা বিবরণগুলি প্রাধিকৃত আধিকারিক/ব্যাঙ্কের প্রাধিকৃত আধিকারিকের তথ্যের সর্বোত্তম জ্ঞান অনুসারে বলা হয়েছে এবং এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করবে মহাশয়।
৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের মেসার্স **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৭) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **২৬.১১.২০২৬** তারিখে বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
৮) সর্বোচ্চ / সফল বিডারকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাধিকৃত আধিকারিক দ্বারা বিড মূল্য গ্রহণ করার পরের দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদান করা ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, যা না করলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বদা আইনগতভাবে বিড করার যোগ্য হলে সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
৯) বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫ তম দিনের** আগে বা তার মধ্যে (ব্যাঙ্কিং চলাকালীন সময়ে) প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বা প্রাধিকৃত আধিকারিকের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া এই ধরনের বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার কর্তৃক অর্থ প্রদানে খেলাপি হলে বিডার কর্তৃক ইতিমধ্যে জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং প্রাধিকৃত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন করে নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবে।
১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য পাওয়ার পর, প্রাধিকৃত আধিকারিক বিডারের নামে বা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং এরপর বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
১১) প্রাধিকৃত আধিকারিক সর্বোচ্চ বিড বা কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং মওকুফ করতে পারেন।
১২) সফল বিডার/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য ধারা ১৯৪ আইএ অনুযায়ী) সহ কর যদি থাকে, তার জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি বহন করবেন।
১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত অগ্রিমের ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জন্য তিরিশ দিনের (৩০) নোটিশও বটে।

তারিখ : ১৫.১০.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয়: বৃহত্তর কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া
কলকাতা ৭০০ ০৭১
ই-মেইল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank.in

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি অ্যাক্ট এর অধীনে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তির জন্য রুল ৮(৬) এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা/হাইপোথিকেট করা/প্লেজ করা/চার্জ করা নীচে উল্লিখিত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি), যার গঠনমূলক/ভৌত দখল সিকিউরড পাওনাদার হিসেবে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নীচে উল্লিখিত শাখাগুলির সংশ্লিষ্ট প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** পাওনা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত টাকা আদায়ের জন্য **২৬.১১.২০২৬** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে"**, এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি (ইএমডি) এর বিবরণ উক্ত সিকিউরড সম্পত্তি(গুলি)-র বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিক্রয়টি ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক করা হবে। বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ওয়েবসাইট https://baanknet.com এর মাধ্যমে এবং BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com এর মাধ্যমে 'অনলাইন ই-নিলাম'-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ ও সময়: ২৬শে নভেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ই-নিলাম শুরু হওয়ার তারিখে বা তার আগে

ইএমডি প্রদানের মোড - বিডার তার BAANKNET ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ জমা করবেন

লট নং	ক. ঋণগ্রহীতার নাম/ব্রাঞ্চ খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. মালিক(দের) এর নাম ঘ. প্রপার্টি আইডি (সম্পত্তি ইতিমধ্যেই BAANKNET পোর্টালে আপলোড করা থাকলে)	ক. সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট টাকায়	বিড এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণের এক্সটেনশন	বকেয়া ঋণ যোগাযোগকারী ব্যক্তি এবং নম্বর	ক) দায়বদ্ধতা খ) দখল গঠনমূলক/বাস্তবিক
১.	**ক. শ্রী সুশান্ত মন্ডল** পিতা- সন্তোষ মন্ডল **যুগবেড়িয়া ব্রাঞ্চ (৯১৪৮৪৩)** **খ. সম্পত্তি:** গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি ফ্ল্যাট নং এ এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৫৬০ বর্গফুট। বিল্ডিংটির উত্তর পূর্ব কোণ যা সাধারণত "সিদ্ধার্থ প্লাজা" নামে পরিচিত, যা হোল্ডিং নং ৫৯, ওয়ার্ড নং ৩১, ব্লক "এ" এর মধ্যে সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিম এর অধীনে প্লট নং ১৮৫ এর মধ্যে মৌজা-সোদপুর এর অধীনে থানা-খড়দহ, জে. এল. নং ০৮ এর অধীনে খতিয়ান নং ৯৪১, আর. এস. দাগ নং ৮৭১/২৬৮৮/৮৭১/২৬৯০ এ অন্তর্ভুক্ত, সাবেকি দাগ নং ৮৭১ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা- খড়দহের অধীনে, এডিএসআর পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১১০, **শ্রী সুশান্ত মন্ডলের নামে, সম্পূর্ণ বিল্ডিংটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ** - উত্তরে: ১৮৫ নং প্লটের বাকি অংশ দ্বারা, দক্ষিণে: স্কিম প্লট নং ১৮৬ দ্বারা, পূর্বে: ২০-০ চওড়া এইচ.বি টাউন রোড নং ০৪ দ্বারা, পশ্চিমে: স্কিম প্লট নং ১৮১ দ্বারা। **(২০২২ সালের ডিড নং ০২৯৩৮/২২ অনুযায়ী)** **গ. সুশান্ত মন্ডল,** পিতা- সন্তোষ মন্ডল **ঘ. UBINKOLKOG8797**	ক. ১৪,৮৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,৪৮,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১৪,৮৫০.০০ টাকা	৫,৭৮,৫৪৭.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) এবং তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখের পরে কোনো অর্থ পরিশোধ করা থাকলে তা বাদ দিয়ে খরচ। **শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস** **মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩**	ক) অনুমোদিত অফিসারের অজানা খ) গঠনমূলক দখল
২.	**ক. শ্রী ইন্দ্রজিৎ দে** পিতা- শ্রী নিরাপদ দে **সাউথ দম দম ব্রাঞ্চ (৯২৯২০৪)** **খ. সম্পত্তি:** সেকেন্ড ফ্লোরে পিছনের দিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি২ এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩০ (সাতশো ত্রিশ) বর্গফুট কমবেশি, যাতে লিফট সুবিধা ছাড়া মার্বেল ফ্লোরিং সহ দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, ব্যালকনি এবং একটি ডব্লিউ.সি. রয়েছে, যা ২ (দুই) কাঠা ৪ (চার) ছটাক ১৩ (তেরো) বর্গফুট কমবেশি আয়তনের একটি জমির উপর নির্মিত যার উপর জি+৩ তলা বিল্ডিং "প্রথমা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত, মৌজা-দিগলার অধীনে অবস্থিত, জে. এল. নং ১৮, আর. এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, আর. এস. দাগ নং ২০০৮ এ অন্তর্ভুক্ত, আর. এস. খতিয়ান নং ৪৩ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ৬১২, লক্ষ্মী নারায়ণ রোড ২ নং ওয়ার্ডের অধীনে, দম দম পোস্ট অফিস এবং পুলিশ স্টেশনের এক্তিয়ারের মধ্যে সাউথ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৬৫, **শ্রী ইন্দ্রজিৎ দে এর নামে (২০১৬ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১৫০৬০৩২৫৯ অনুযায়ী)। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ- উত্তরে:** এডু গোমেস দ্বারা, দক্ষিণে: অ্যান্ড্রু গোমেস দ্বারা, পূর্বে: অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা, পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া লক্ষ্মী নারায়ণ রোড দ্বারা। **গ. শ্রী ইন্দ্রজিৎ দে,** পিতা- শ্রী নিরাপদ দে **ঘ. UBINKOLKOG7167**	ক. ১৬,০৪,০০০.০০ টাকা খ. ১,৬০,৪০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬,০৪০.০০ টাকা	৯,০২,৬৭১.৭৩ টাকা (নয় লক্ষ দুই হাজার ছয়শো একাত্তর টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখের পরে কোনো অর্থ পরিশোধ করা থাকলে তা বাদ দিয়ে খরচ **শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস** **মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩**	ক) অনুমোদিত অফিসারের অজানা খ) গঠনমূলক দখল

*** সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য**
*** সরকারি নিয়ম অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য**
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং **BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** -এও যান। বিডার হিসেবে নিবন্ধন করতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে **BAANKNET ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখুন। পোর্টালের মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধনের জন্য সমস্ত বিডারদের বাধ্যতামূলকভাবে কেওয়াইসি নিয়ম মেনে চলতে হবে। **যেকোনো প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে BAANKNET হেল্পডেস্কে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন এবং ইমেইল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com অপারেশন/নিবন্ধন স্ট্যাটাস https://baanknet.com ফাইন্যান্স/ইএমডি স্ট্যাটাস https://baanknet.com। BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল '৮২৯১২২০২২০'।**
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উক্ত লোনের ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) এর অধীনে নোটিশ হিসেবেও এটিকে গণ্য করা যেতে পারে।

ই-নিলামের শর্তাবলি নিম্নরূপ:-
১. বিক্রয়টি "যেমন আছে যেখানে আছে" এবং "যেমন যা আছে ভিত্তিতে", এবং **"যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** করা হবে এবং এটি "অনলাইনে" পরিচালিত হবে।
২. ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ
(ক) https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in
(খ) https://baanknet.com বিডার https://baanknet.com-এ যেতে পারেন, যেখানে বিডারের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও সহ "নির্দেশিকা" উপলব্ধ রয়েছে, বিডারদের আগে থেকেই নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি সম্পন্ন করতে হবে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিঙ্ক) নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: বিডারকে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথিপত্র আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথিপত্র এবং তার যাচাইকরণ প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথিপত্র ই-নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩: বিডার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর: ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে জেনারেট করা চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ট্রান্সফার ব্যবহার করে ফান্ডের অনলাইন/অফলাইন স্থানান্তর, ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে বিডার ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ করতে হবে যাতে পরবর্তী নিলামের জন্য ইএমডি পরিমাণ পূরণ করা যায়।
ধাপ ৪: নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত BAANKNET পোর্টালে লগইন করুন।
৩. প্রাধিকৃত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি(গুলি) তে কোনো জানা দায়বদ্ধতা নেই। তবে, ইচ্ছুক বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তি(গুলি)-র শিরোনাম এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং গঠন বলে গণ্য করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। প্রাধিকৃত আধিকারিক/সিকিউরড পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না। বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তি(গুলি) সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোনো প্রকৃতির দাবি গ্রহণ করা হবে না।
৪. অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৬.১১.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে পরিচালিত হবে।
৫. ইএমডি এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় বিড করার আগে নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং প্রপার্টি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে আগে থেকেই প্রপার্টি আইডির সাথে ইএমডি পরিমাণ জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. পরিদর্শনের তারিখ- ২৫.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
৭. বিড শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমেই জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিড মূল্য তার ওয়ালেটে উপলব্ধ থাকতে হবে। যে সম্পত্তি(গুলি)-র জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়া হচ্ছে তা বিডারকে উল্লেখ করতে হবে না।
৯. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তিটি পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা আগ্রহী বিডারদের দায়িত্ব হবে, BAANKNET ৩ দিনের মধ্যে এই ধরনের রিফান্ড প্রক্রিয়া করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের উপর কোনো সুদ দেওয়া হবে না। সফল বিডারকে তার অনুকূলে বিড চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ নিলামের একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয়, সফল বিড পরিমাণের (ক্রয় মূল্য) ২৫% (আপনার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ইতিমধ্যে প্রদান করা সংরক্ষিত মূল্যের ১০% সহ) জমা দিতে হবে এবং ই-নিলামের তারিখ থেকে অর্থাৎ বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল বিড পরিমাণের অবশিষ্ট ৭৫% জমা দিতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাঙ্কের নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে।
১১. আয়কর আইন ১৯৬১ এর ধারা ১৯৪-৪এ অনুযায়ী, যেখানে বিক্রয় বিবেচনা **৫০,০০,০০০/- টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার বেশি হবে সেখানে বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর ১.০০% হারে টিডিএস প্রযোজ্য হবে। সফল বিডার/ক্রেতা বিক্রয় মূল্য থেকে টিডিএস কেটে নেবেন এবং বিক্রেতা হিসাবে ব্যাঙ্কের নাম এবং প্যান নং AAACU0564G সম্বলিত ১৬-বি ফর্মে আয়কর বিভাগের কাছে তা জমা দেবেন এবং ব্যাঙ্কের কাছে টিডিএস শংসাপত্রের মূল রসিদ জমা দেবেন, (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)।
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং ডিফল্ট করা বিডারের সম্পত্তি/পরিমাণের ক্ষেত্রে কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা নিলাম মূল্যের উপর প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/নিবন্ধন ফি/টিডিএস/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন এবং যে কারও কাছে বকেয়া সংবিধিবদ্ধ/অ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদিও বহন করবেন।
১৪. প্রাধিকৃত আধিকারিক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই ই-নিলাম বিক্রয় কার্যধারা স্থগিত/বাতিল করতে পারেন। নির্ধারিত বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিন আগে যদি ই-নিলাম বিক্রয়ের সময়সূচি পরবর্তী তারিখে স্থগিত করা হয়, তবে তা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। প্রাধিকৃত আধিকারিকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/বিড পরিমাণ জমা দেওয়ার পরে এবং সমস্ত কর/চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করার পরেই সফল বিডারের অনুকূলে প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না।
১৬. কনভেয়েন্স, স্ট্যাম্প ডিউটি, নিবন্ধন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবেন।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলির সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত/অনুসন্ধান, যদি থাকে, তবে তা প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলি থেকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে।
১৮. যে সমস্ত বিডাররা বিড জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলি পড়েছেন এবং বুঝেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলি দ্বারা বাধ্য থাকবেন।

বিশেষ নির্দেশাবলী / সতর্কতা:

বিডারদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডে বিড করা এড়িয়ে চলা উচিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিডারের তরফ থেকে কোনো ত্রুটি/ব্যর্থতার (ইন্টা-রনেট ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ ব্যর্থতা ইত্যাদি) জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা পরিষেবা প্রদানকারী দায়ী থাকবে না। এই ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে, বিডারদের ব্যাক-আপ বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা/বিকল্প প্রস্তুত রাখার অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে এবং সফলভাবে নিলামে অংশ নিতে সক্ষম হন।

তারিখ: ১৫.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নকশাল প্রভাবিত এলাকায় ৬,৭০০ নতুন রেশন কার্ড, ২,৮০০ পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ: শাহ

রায়পুর, ১৫ অক্টোবর: নকশাল প্রভাবিত অঞ্চলে সরকারি পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং আত্মসমর্পণকারী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ, রেশন কার্ড, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পরিচয়পত্র প্রদানের মতো পরিষেবা।

অমিত শাহ জানান, ২,৩০০-রও বেশি আদিবাসীকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৬,৭০০টি নতুন রেশন কার্ড তৈরি এবং ২,৮০০টি পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও জানান, ৪৮,৫২৬ জনকে আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন নকশাল প্রভাবিত এলাকায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যে ঘাটতি ছিল, তা পূরণ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, নকশালবাদের অবসানের পর এলাকায় স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মানুষের মৌলিক পরিষেবা, কর্মসংস্থান এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার ওপর জোর দেওয়া জরুরি। শুধু নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বস্তরকে উন্নত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। দক্ষতা উন্নয়ন, রেশন, বিদ্যুৎ এবং পরিচয়পত্রের মতো পরিষেবা মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে।

ছত্রিশগড়ে আত্মসমর্পণকারী নকশালদের পুনর্বাসন এবং তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৮,৫২৬ জন নকশাল আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, আর্থিক সহায়তা, চাকরি, জমি এবং আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অমিত শাহ জানান, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে যাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না, তাঁদের মধ্যে ৭,৫০০ জনের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ১,৬২৫ জনকে পুরস্কারের অর্থ এবং ৭,৮৮২ জনকে উৎসাহভাতা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, ৪৪৫ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং ১২৯ জনকে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৪,০১৪ জনকে বাড়ি দেওয়ার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, নকশালবাদের অবসানের পাশাপাশি আত্মসমর্পণকারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা জরুরি। তাঁদের জীবিকা, আবাসন এবং আর্থিক নিরাপত্তার সুযোগ তৈরি করা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অমিত শাহের মতে, দীর্ঘদিন হিংসার সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সরকারি সহায়তা ও উন্নয়নের সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আত্মসমর্পণের পর পুনর্বাসনের এই পদক্ষেপগুলি সেই প্রক্রিয়ার অংশ বলে তিনি জানান। একসময় যেখানে গুলি ও বোমার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেত, সেখানে এখন হাজার হাজার যুবক বস্তার অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছেন। পাশাপাশি বস্তর পাণ্ডুমের মাধ্যমে জনজাতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার ছত্রিশগড়ের 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অন্তর্গত সেবা শিবিরের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বস্তার অঞ্চলের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন নকশাল হিংসার প্রভাবের মধ্যে থাকা এলাকায় খেলাধুলো এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। অমিত শাহ বলেন, বস্তার অলিম্পিকের মাধ্যমে হাজার হাজার যুবক খেলাধুলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। অন্যদিকে, বস্তর পাণ্ডুমের মাধ্যমে জনজাতীয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে নতুন করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চলছে।

তিনি আরও বলেন, নকশাল প্রভাবিত অঞ্চলে উন্নয়নমূলক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। যুবসমাজকে খেলাধুলা ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা এবং জনজাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করা এলাকার উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বক্তব্যে 'নিয়দ নেল্লানার' যোজনারও উল্লেখ করেন তিনি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নকশাল প্রভাবিত এলাকায় মৌলিক পরিকাঠামো এবং সরকারি পরিষেবা সম্প্রসারণের কাজ করা হচ্ছে বলে জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অমিত শাহের মতে, বস্তরের পরিবর্তন শুধু নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, বরং উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিকাঠামো এবং মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গেও যুক্ত। এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে বস্তরকে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে।

৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: লাদাখের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সংযোগ ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ৩,৩৫০ কোটি টাকা মূল্যের পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যে কৌশলগত ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিম্মু-পদম-দারচা সড়ক এবং পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি লেহ বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন অন্যতম। প্রত্যন্ত এই সীমান্ত অঞ্চলের বিদ্যুৎ, জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুগম করতে এই প্রকল্পগুলি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নিম্মু-পদম-দারচা সড়কটি আজ আনুষ্ঠানিকভাবে লাদাখবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। এর ফলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার সময় ১২ ঘণ্টা থেকে কমে মাত্র ৩ ঘণ্টায় নেমে আসবে। সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি এই নতুন সড়ক আঞ্চলিক বাণিজ্য ও ব্যবসাকে দারুণ গতি দেবে। প্রকল্পের রূপায়ণে অসামান্য দক্ষতার জন্য বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের জওয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত লেহর কুশোক বকুলা রিম্পোচে বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি উল্লেখ করেন, এই নতুন টার্মিনালের ফলে বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩৫ লক্ষে পৌঁছবে এবং উড়ানের সংখ্যাও তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে। চরম শীতল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে নির্মিত এই টার্মিনালটি দেশের প্রথম বিমানবন্দর, যেখানে জিওথার্মাল হিটিং সিস্টেম (ভূ-তাপীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা) ও সৌরবিদ্যুতের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে হানুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও তার সঞ্চালন লাইন এবং পুগা ভ্যালিতে আধুনিক প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পানীয় ও সেচের জল নিশ্চিত করতে 'প্রজেক্ট হিম সরোবরে'র আওতায় গড়ে তোলা ৪০টি জলাধারও লাদাখের জনসাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মেগা প্রকল্পগুলি লাদাখের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করার পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি রক্ষা এবং এলাকার সামগ্রিক অর্থনীতিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভারতে মোদী-বিরোধী 'ককরোচ' আন্দোলনে মার্কিন অর্থসাহায্যের অভিযোগ মেরি মিলবেনের

ওয়াশিংটন/নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-বিরোধী যুব নেতৃত্বাধীন 'ককরোচ' আন্দোলনে মার্কিন অনুদানদাতাদের অর্থসাহায্য রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মার্কিন গায়িকা মেরি মিলবেন। একই সঙ্গে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতে শান্তিপূর্ণ পাল্টা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুই নেতাকে পাঁচ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর সময়েই তাঁর এই মন্তব্য সামনে এসেছে। রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আরটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে মিলবেন দাবি করেন, কয়েক জন মার্কিন অনুদানদাতা 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর আন্দোলনকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন। মিলবেনের অভিযোগ, কিছু অনুদানদাতা আমেরিকায় শিক্ষিত কর্মীদের বেছে নেন, যাতে তাঁরা নিজ নিজ দেশে রক্ষণশীল নেতাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তবে তিনি কথিত অর্থসাহায্যকারীদের নাম প্রকাশ করেননি। অভিযোগের সমর্থনে কোনও আর্থিক নথি বা প্রমাণও পেশ করেননি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বিদেশি অর্থসাহায্য পাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, আন্দোলনের আয়োজক ও তাঁদের বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করে বিক্ষোভের খরচ বহন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে মিলবেন বলেন, আমেরিকা থেকে আসা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী শক্তির সামনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মাথা নত করবেন না। ভারতের যুবসমাজের কাছে সিজেপির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সংগঠিত করার আবেদন জানান তিনি। তাঁর মতে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পালটা আন্দোলন জরুরি।

২০২৩ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর রাষ্ট্রীয় আমেরিকা সফরের সময় ওয়াশিংটন ডিসিতে ভারতীয় প্রবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন মিলবেন। এদিকে, গত সপ্তাহে ভারতে ভোটার তালিকায় পরিবর্তনের প্রতিবাদে বড় আকারের বিক্ষোভ হয়। বিরোধীদের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেন। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপিও সিজেপি-র নেতা এবং বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বিদেশি শক্তির ইঙ্গিতে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। তবে বিদেশি অর্থসাহায্য নিয়ে মিলবেন বা বিজেপির তোলা অভিযোগগুলির স্বাধীন সমর্থনকারী প্রমাণ সামনে আসেনি। বুধবার সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং সহ-সমন্বয়ক আশুতোষ রাঙ্কাকে পাঁচ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। যন্তর মন্তরে ব্যারিকেড টপকানো বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তাঁরা ছিলেন। পুলিশ যন্তর মন্তরকে বিক্ষোভের অনুমোদিত স্থানগুলির তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ময়দান

এশিয়ান গেমসে পদকজয়ীদের সংবর্ধনা মোদীর, মহিলাদের সাফল্যে বিশেষ প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়ামে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোনাজয়ী পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল-সহ ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান তিনি। তাঁদের হাতে দেশের তেরঙ্গা উঁচুতে তুলে ধরার জন্য গোটা দেশ গর্বিত বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। পদকজয়ীদের সঙ্গে ছবিও তোলেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকেরা। এ বারের এশিয়ান গেমসে ভারত মোট ৮৫টি পদক জিতেছে। তার মধ্যে ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ। পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে ভারত। টানা দ্বিতীয়বার প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিল দেশ। তবে ২০২৩ সালের হাংঝাউ এশিয়ান গেমসে জেতা ১০৬টি পদকের রেকর্ড এ বার ছোঁয়া সম্ভব হয়নি। ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদদের সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন মোদি। তাঁর বক্তব্য, দেশের মোট ৮৫টি পদকের মধ্যে ৩৮টি এসেছে মহিলাদের হাত ধরে। এর মধ্যে ১১টি সোনা। এই সাফল্যকে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ মুহূর্ত বলে উল্লেখ করে মহিলা অ্যাথলিটদের অভিনন্দন জানান তিনি। এ বারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা, দুই হকি দলই সোনা জিতেছে। মহিলা হকি দলের এই সাফল্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ৪৪ বছর পর এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছে ভারতের মেয়েরা। দুই দলের কৃতিত্বের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর প্রধানমন্ত্রীকে দলের জার্সি উপহার দেন। ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারও বিশেষ স্মারক তুলে দেন। ১৭ বছরের তিরন্দাজ কুমকুম মহোড় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেন একটি ধনুক। তিরন্দাজিতে ঐতিহাসিক সাফল্য, মহিলা ট্র্যাপ শুটিংয়ে প্রথম সোনা এবং ভারোত্তোলনে ২৮ বছর পর রুপো জয়ও এ বারের প্রতিযোগিতার উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। সফট টেনিস ও মিশ্র মার্শাল আর্টেও প্রথম পদক পেয়েছে ভারত। ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে মোদির বার্তা, তাঁদের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, ১৪০ কোটি দেশবাসীর গর্ব।

১১ কোটির পেসারকে ছেড়ে দিল্লির বাজি 'সস্তার' স্পিনারে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের নতুন মরশুমের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। ডিসেম্বরের নিলামের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করতে ক্রিকেটারদের নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে বিভিন্ন শিবিরে। সেই আবহেই দিল্লি ক্যাপিটালস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মধ্যে সম্পন্ন হল ক্রিকেটার অদলবদল। দিল্লি ছেড়ে পুরনো দল হায়দরাবাদে ফিরছেন বাঁহাতি পেসার টি নটরাজন। অন্যদিকে, সানরাইজার্স থেকে দিল্লিতে যোগ দিলেন স্পিনার জিশান আনসারি। তবে ক্রিকেটারদের এই রদবদলের পাশাপাশি দিল্লি শিবিরে সবচেয়ে বড় চমক কোচের পদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দায়িত্ব গ্রহণ। ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছিলেন নটরাজন। বল হাতে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নজর কেড়েছিল ক্রিকেটমহলের। বিশেষ করে ২০২৪ সালের আইপিএলে ১৯টি উইকেট নিয়ে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেন এই বাঁহাতি পেসার। তাঁর সেই পারফরম্যান্সের পর ২০২৫ সালের নিলামে ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নটরাজনকে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু দিল্লির জার্সিতে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেননি তিনি। গত দুই মরশুমে তাঁর কাছ থেকে যে ধরনের সাফল্য আশা করেছিল দল, তা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত ৫ কোটি টাকার বিনিময়ে নটরাজনকে পুরনো দল হায়দরাবাদের কাছে ছেড়ে দিল দিল্লি। ফলে নতুন মরশুমে ফের পরিচিত পরিবেশে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন এই পেসার। নটরাজনের পরিবর্তে দিল্লিতে আসছেন ২৬ বছরের স্পিনার জিশান আনসারি। আইপিএলে সানরাইজার্সের হয়ে খেলার সময় নজর কেড়েছিলেন তিনি। ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে আনসারিকে দলে নিয়েছিল হায়দরাবাদ। এবার সেই একই দামে তাঁকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নতুন দলের হয়ে আনসারি কতটা কার্যকর হয়ে উঠতে পারেন, তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন সমর্থকরা। তবে ক্রিকেটারদের এই অদলবদলের চেয়েও দিল্লির ক্ষেত্রে বড় খবর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচ হওয়া। আগামী মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলাবেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। ২০২৫ ও ২০২৬ সালের আইপিএলে এই দায়িত্বে ছিলেন হেমঙ্গ বাদানি। এবার তাঁর জায়গায় আসছেন সৌরভ। ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েই নতুন মরশুমে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দিল্লি। বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিকানা রয়েছে জিএমআর স্পোর্টস এবং জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের হাতে। দুই সংস্থা পালা করে প্রতি দু'বছর ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিচালনার দায়িত্ব সামলায়। আগামী মরশুমে দায়িত্ব থাকবে জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের হাতে। ২০২৪ সাল থেকেই এই সংস্থার ক্রিকেট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন সৌরভ। সেই সূত্রেই এবার দলের কোচিংয়ের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে।

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender Notice No - 12/DDB/2026(VB-G RAM G)
Memo No - 2480/DDB/2026
Dated - 12/10/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 11(Eleven) no of works closed on 22.10.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Birbhum

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No 13/DDB/2026
Memo No - 2495/DDB/2026
Dated-13/10/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 4(Four) nos of work closed on 17.11.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-Block Development Officer
Dubrajpur Development Block , Birbhum

DUBRAJPUR DEVELOPMENT BLOCK
DUBRAJPUR : BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No - 14/DDB/2026
Memo No - 1510/DDB/2026
Dated-14/10/2026
Block Development Officer, Dubrajpur Development Block invites Tenders for 15(Fifteen) nos of work closed on 05.11.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-Block Development Officer
Dubrajpur Development Block
Birbhum

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ নং. ২২২-এস/১/ডিইএন-৩/ডব্লিউ-II তারিখ: ১২.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইই/জি: সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, ইআর, শিয়ালদহ, ২য় তলা, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য টেন্ডার নোটিশ আহ্বান করেছেন:- **টেন্ডার নং.:-** টিএন-১৯৫-২৬-২৭, **কাজের নাম:-** (i) সিনিয়র ডিইএন/III/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে গেদে স্টেশনে অবশিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজ। (II) সাব এস্ট- শিয়ালদহ ডিভিশনে এসএসই/ই(জি)/রানাঘাট-এর অধিক্ষেত্রে ২৪টি স্টেশনে আলোর বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন। **টেন্ডারের মূল্য:-** ₹৫,০১,৭৭,৮৪৯.৬২, **ইএমডি:-** ₹১০,০৩,৬০০/-, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং **সময়:-** ০৯.১১.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ টায়, **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা:-** ০৯ মাস। ১. টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ রয়েছে:টেন্ডারের জন্য দর উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।ম্যানুয়াল অফারগুলি সরাসরি বাতিল করা হবে। ২. টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় হলো ০৯.১১.২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ টায়।
SDAH-265/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR OF SANTIPUR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
Santipur Municipality invite 3 nos online e-tender for **1) Tender ID: 2026_MAD_1046769_1:** Repairing and Renovation Raghunathpur Street Bye Lane Starting from Sastitala More to Ambagan More, Ward no 9 within Santipur Municipality under State Development Fund. **2) 2026_MAD_1046770_1:** Repairing and Renovation of Damodar Mukarjee Lane with paver block starting from Banstala to House of Aloka Chakraborty, Ward no 9 within Santipur Municipality under State Development Fund. **3) 2026_MAD_1046771_1:** Repairing and Renovation of Gopinath Takur Lane with paver block starting from Soni Mandir to Gopalpur Masjid, ward no 9 within Santipur Municipality under State Development Fund. Last date of BID submission on **14.11.2026 at 10:00 A.M.** Others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Administrator,
Santipur Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম নোটিশ
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনের অধীনস্থ স্টেশনগুলিতে **০৩টি (তিন) প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্যাটারিং আউটলেট (পিবিসিওএস), ০২ (দুই) টি মোবাইল ফুড ভ্যান (এমএফভিএস) এবং ০৭ (সাত) টি ক্যান্টিনের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের** সংস্থান সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:-
(ক) নিলাম ক্যাটালগ নং : পিবিসিও-এইচডব্লিউএইচ- ডিকেএই।
ক্রম নং; সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটাগরি; বন্ধের তারিখ/সময়; কাজের বিবরণ: (১) এএ/১; সিএটিজি -এইচডব্লিউএইচ-এসআরপি-জিএমইউ-১৬৪-২৬-২ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ); ২৬-১০-২৬ তারিখের ১২:৩০:০০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য শ্রীরামপুর স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়া/মেডিকেল স্টোরের পাশে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্যাটারিং আউটলেট (পিবিসিও) স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। (২) এএ/২; সিএটিজি-এইচডব্লিউএইচ-এইচডব্লিউএইচ-জিএমইউ-১৬৫-২৬-১ (ক্যাটারিং জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); ২৬-১০-২৬ তারিখের ১২:৪০ টায়। পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া স্টেশন, ইটিপি পাম্প হাউসের পাশে/স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকায় প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্যাটারিং আউটলেট (পিবিসিও) স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। (৩) এএ/৩; সিএটিজি-এইচডব্লিউএইচ-ডিকেএই-জিএমইউ-১৬৬-২৬-১ (ক্যাটারিং জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); ২৬-১০-২৬ তারিখের ১২:৫০ টায়। পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য ডানকুনি স্টেশন, নিউ কলোনির কাছে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড ক্যাটারিং আউটলেট (পিবিসিও) স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। মিন. ইনক্রি. (%) : ০২ (ক্রম নং ১ থেকে ৩)। ইএমডি : ১০% (ক্রম নং ১ থেকে ৩)। টার্নওভার প্রয়োজনীয় : স্পেশাল কন্ডিশনস অব কন্ট্রাক্টস-এর অনুচ্ছেদ-২(V) অনুযায়ী টার্নওভারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে (ক্রম নং ১ থেকে ৩)।
(খ) নিলাম ক্যাটালগ নং. ক্যান্টিন-এমএফভি-ওসিটি।
ক্রম নং; সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটাগরি; বন্ধের তারিখ/সময়; কাজের বিবরণ: (১) এএ/১; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এএমবিজি-এসটিজেন-৯৩-২৬-২(মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৪:৩০; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য আরামবাগ স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়া/অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন এলাকায় ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (২) এএ/২; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-বিএমএই-এসটিজেন-১০২-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৪:৪০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য বেলমুড়ি স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়া/অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন এলাকায় ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (৩) এএ/৩; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-জিআরএই-এসটিজেন ১০৪-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৪:৫০; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য গুড়াপ স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়া/অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন এলাকায় ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (৪) এএ/৪; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-কেকিউইউ-এসটিজেন-৮৬-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৫:০০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য কামারকুণ্ডু স্টেশন, আরওবি -এর নিচে/পিলার নং. পি-১০ এবং সিপি-১ এর মাঝে ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (৫) এএ/৫; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এমওয়াইএম-এসটিজেন-১০৫-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৫:১০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য মেমারি স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়ায় ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (৬) এএ/৬; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এসআইইউ-১০৬-২৬-১; (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৫:২০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য সিঙ্গার স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়া/অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন এলাকায় ক্যান্টিন তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (৭) এএ/৭; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এসএনটি-এসটিজেন-১০৭-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৩-১০-২৬ তারিখের ১৫:৩০; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য সাঁইথিয়া স্টেশন, সার্কুলেটিং এরিয়া/অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল ফুড ভ্যান তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। মিন. ইনক্রি. (%) : ০২ (ক্রম নং ১ থেকে ৭)। ইএমডি : ১০% (ক্রম নং ১ থেকে ৭)। টার্নওভার প্রয়োজনীয় : ₹ ০ (ক্রম নং ১ থেকে ৭)। (গ) নিলাম ক্যাটালগ নং. এমআইএসসি-এইচডব্লিউএইচ-ওসিটি-২৬। ক্রম নং; সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটাগরি; বন্ধের তারিখ/সময়; কাজের বিবরণ: (১) এএফ/১; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-এসআরপি-এসটিজেন-১২৪-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৭-১০-২৬ তারিখের ১৫:৩০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য শ্রীরামপুর স্টেশনে, শ্রীরামপুর ক্যান্টিন সার্কুলেটিং এরিয়া/রিফ্রেশ রুমের কাছে তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। (২) এএফ/২; এমএসএস-এইচডব্লিউএইচ-বিএইচপি-এসটিজেন-১২১-২৬-১ (মিসক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস স্ট্যাটিক জেনারেল); ২৭-১০-২৬ তারিখের ১৫:৪০ টায়; পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদের জন্য শ্রীরামপুর স্টেশনে, শ্রীরামপুর ক্যান্টিন সার্কুলেটিং এরিয়া/রিফ্রেশ রুমের কাছে তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
HWH-403/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Comprehensive Maintenance and Repairing of Small Valued Equipment at College of Medicine & Sagore Dutta Hospital, Kamarhati, Kol – 058. (Detail specification is in the "Annexure – D" **NIT No : CMSDH - 14/2026-27 (2nd Call).** MSVP, CMSDH invites e-tender from Firm/Agency for Comprehensive Maintenance and Repairing of Small Valued Equipment at College of Medicine & Sagore Dutta Hospital, Kamarhati, Kol – 058. (Detail specification is in the "Annexure – D" For details please visit **www.tenders.wb.gov.in** **www.wbhealth.gov.in** Sd/- MSVP, CMSDH, Kamarhati.
ICA- T19115(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
1st Corrigendum of
e-NIT No: 69/SE/C-III/RD/KMDA of 2026-27 (2nd Call)
Tender ID: 2026_KMDA_5023124_1,2,3
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read last date & time for online Tender Submission 27.10.2026, up to 17.00 hrs. in place of 12.10.2026, up to 17.00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-680)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19141(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., Western Circle-I, P.W.Dte. invites online e-Tender for the work of : "Bonpass Railway Station to Bonpass Village Road from 0.00 KM to 7.50 KM -- Strengthening Work under Burdwan Division, P.W.D. in the district of Burdwan., Project ID :- PD262754274S000". Estimated amount : Rs. 13,16,70,790 /-Tender ID : 2026_WBPWD_5080110_1. e-NIT No. : 15 of 2026-27 of SE,WC-I, PWDte. Bid submission start date (online) : 29.10.2026 at 03.00 P.M. Bid submission closing date (online) : 20.11.2026 upto 01.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in
Sd/- S.E.,W.C.-I, P.W.D.
ICA- T19154(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of **(1)** Operation of the Sound and Projection System in the Lecture Theatre Halls, Classrooms, Seminar Rooms and Auditorium of the old and new campuses of Dr. R. Ahmed Dental College and Hospital, Kolkata through engagement of one semi-skilled manpower for a period of 12 months vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-50/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5080321_1. Bid submission end date (online) for the job is 05/11/2026 upto 14.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.
ICA- T19136(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 09/e-NIT/EE/CSD/E&AM/KMDA of 2026-27
Online e-NIT is invited by Executive Engineer, Common Service Division, E&AM Sector, KMDA, 1st Floor, Block-B, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from bonafide, reliable and resourceful experienced agency / firms / companies / individual contractors, for the work, **Sl. No. Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposit, Time of Completion in Days, (1)** Annual Cleaning & Maintenance of the Underground and all Over Head R.C.C & PVC Reservoir at Unnayan Bhawan, Salt lake, Kol-91 Up to Dec' 2027., Rs.3,84,126/-, Rs.7,683/- to be paid through online only as per the system, 365 days, **(2)** Sweeping & Cleaning of periphery roads of Unnayan Bhavan complex including removing of choked HCI pipe, Drains (Opened & Covered) along with Manhole, Gully pit & inspection pit for 12 (twelve) Months [Upto Dec 2027]., Rs.3,44,876/-, Rs.6,898/- to be paid through online only as per the system, 365 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 31.10.2026 Time: 12:00hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-678)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19139(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 15/EE/BD/W&S/KMDA of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Baranagar Division, W&S. Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076. from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Yearly jungle cutting and cleaning the compound premises with other allied works (Replacement of Steel Plate premises with other allied works (Replacement of Steel Plate with painting) of Manna Para UGR near Bangalaxmi Bazaar with painting) of Manna Para UGR near Bangalaxmi Bazaar within the Baranagar Municipal Area., Rs.2,62,674/-, Rs.5,500/-, 01 year, **End date & time of online bid submission:** 17.11.2026 at 12.45 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-677)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T19138(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Following E-tenders have been invited by the concerned TIAs under the Directorate of Fisheries, WB:

Name of Work & Schemes	Districts	NIT No.	Bid Submission Start Date	Bid Submission End Date
Supply of good quality Grass Carp seed	NORTH 24 PARGANAS	WBDOF/ADF/N24PGS/NIT - 04/2026-27	14.10.2026	27.10.2026
	MALDA	WBDOF/ADF/MALDA/NIeT - 04/2026-27		
Supply of good quality Singhi seed and lime	NORTH 24 PARGANAS	WBDOF/ADF/N24PGS/NIT - 05/2026-27		
	MALDA	WBDOF/ADF/MALDA/NIeT - 05/2026-27		
Supply of good quality Vannamei Shrimp (L. vannamei)	North 24 Parganas (Brackish water)	WBDOF/ADF/BW(N)/ eNIT-03/2026-27	07.10.2026	28.10.2026
	South 24 Parganas (Brackish water)	WBDOF/ADF/BW(S)/ eNIT-03/2026-27		

Other details may also be seen at https://wbtenders.gov.in Sd/- Director of Fisheries, West Bengal
ICA- T19142(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আজ মহাষষ্ঠী : দেবীর বোধন

কসবা বোসপুকুর শীতলা মন্দিরের দুর্গাপ্রতিমা।

দম দম রায়মল্লিক কলোনীর অধিবাসী বৃন্দের দুর্গাপূজা।

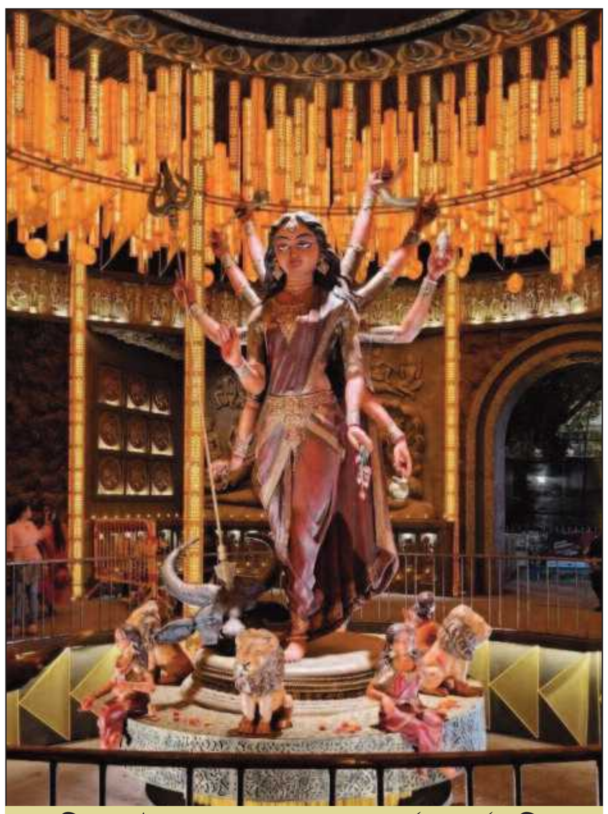
স্বমহিমায় উজ্জ্বল যোধপুর পার্কের দুর্গাপ্রতিমা।

বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপ্রতিমা।

রাখাল ঘোষ লেন সর্বজনীনের মায়ের মূর্তি।

বিয়ের আতঙ্ক কাটিয়ে

শুভজিৎ বসাক

আকাশের কোণে শরতের মেঘে হালকা আলোর রোশনাই, আর কলকাতার রাস্তায় প্যান্ডেল বাঁধার

খটখট শব্দ। উৎসবের এই চেনা আওয়াজ অয়নের বুকের ভেতরটা যেন ভারী হাতুড়ির মতো পিষে দিচ্ছিল। মোড়ের মাইক থেকে দেবীপক্ষের আগমনী সুর ভেসে আসছে, কিন্তু অয়নের চারপাশের জগতটায় আনন্দের লেশমাত্র নেই।

নতুন ভাড়া নেওয়া দু-কামরার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল সে। নিচের উঠোনে লাল-সাদা জামা পরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটাছুটি। আর ব্যালকনির ওপাশে, ঘরের ভেতরে বসে আছে তার স্ত্রী মেঘনা; চোখে নিখুঁত কৌশলে বিকেলের আলো ফেলে ইনস্টাগ্রামের 'আত্মপ্রেম' বা 'সেলফ-লাভ'-এর ভিডিও বানাতে ব্যস্ত। মুখে তার এক অদ্ভুত নির্ভাবনা আর উদাসীনতা।

হঠাৎ অয়নের পকেটের মোবাইলটা কেঁপে উঠল। স্ক্রিনে মায়ের একগুচ্ছ ভয়েস নোট। স্পিকার অন করতেই মায়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তুই তো বিয়ে করে সত্যি অন্য ধাতুর মানুষ হয়ে গেলি অয়ন! বোনটার জন্য মাত্র একটা সাড়ে তিন হাজার টাকার শাড়ি? আর ভাইয়ের পুজোর জামাটার খবরই নেই! তোদের তো আলাদা হাঁড়ি, আমাদের কথা আর মনে থাকবে কেন?' ঠিক পরপরই ভাইয়ের বার্তা; 'দাদা, তোকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমাদের অভাবটা আমরা নিজেদের মতোই বুঝে নেব।' অয়ন ভালো করেই জানে, ভাইয়ের এই মান-অভিমানের নেপথ্যে অভাব নয়, বরং অতিরিক্ত কিছু পকেটমানি খসানোর পুরোনো কৌশল।

একদিকে জন্মদাত্রী পরিবার আর রক্তের সম্পর্কের অধিকারবোধের নামে লাগাতার মানসিক চাপ; অন্যদিকে স্ত্রীর একরোখা মানসিকতা। অয়ন বুঝতে পারছিল না, সে আসলে ঠিক কোন জাঁতাকলে আটকে গেছে!

বিকেলের দিকে মাথার ঝিমঝিম ভাবটা কমাতে অয়ন তার পুরোনো বন্ধু দীপককে নিয়ে গিয়ে বসল পার্ক সার্কাসের এক নির্জন চায়ের দোকানে। ভেজা মাটির গন্ধ আর চায়ের ভাঁড়ের ধোঁয়া; পরিবেশটা যেন অয়নের ভেতরের মেঘগুলোকে আরও উসকে দিল।

অয়ন চায়ের ভাঁড়ে একটা তিতকুটে চুমুক দিয়ে হেসে ফেলল। বিষাদমাখা সেই হাসি। 'বুঝলি দীপক, লোকে শুধু বউকে দোষ দেয়। কিন্তু আমার ঘরের নাটকে কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয় রে! ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি; 'তুই বড় ছেলে, সব দায়িত্ব তোর'। আজ বিয়ে করার পর মায়ের মনে হচ্ছে তার একচ্ছত্র অধিকার হাতছাড়া হলো, ভাইয়ের ভয় তার হাতের টাকা কমে গেল, আর বোনের রাগ আমি পর হয়ে গেলাম। কেউ একবারও জিজ্ঞেস করল না, 'দাদা, দুটো দিক সামলে তুই নিজে কেমন আছিস?'

দীপক সিগারেটে একটা টান মেরে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আর মেঘনা? তার কী খবর?'

'মেঘনা?' অয়ন একটু ব্যঙ্গ করে বলল, 'সে তো আরও এক ধাপ এগিয়ে! বিয়ের আগে প্রতিশ্রুতি ছিল; 'আমরা দুজনে চাকরি করব, সংসার অর্ধেক-অর্ধেক ভাগ করে চালাব।' আর এখন? আলাদা হওয়ার পর আসল রূপ বের হলো। এখন তার বক্তব্য; তার মাইনে নাকি তার 'ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ সুরক্ষা'। কিন্তু পুজো এলে ব্র্যান্ডেড ব্যাগ চাই, আইফোন চাই, আর বাপের বাড়ির জন্য উপহারের বহর চাই। আমার পুরো মাইনে চলে যায় ঘরভাড়া, ইএমআই আর দুই মেরুর চাহিদা মেটাতে। দিনশেষে পকেটে থাকে মাত্র কয়েকটা একশো টাকার নোট! একদিকে রক্তের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে শোষণের রাজত্ব, অন্যদিকে আইনি ভীতি আর অধিকারের ভয়।'

দীপক ফাঁকা চায়ের ভাঁড়টা মাটির ট্রে-তে সযত্নে নামিয়ে রেখে গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোর এই অভিজ্ঞতা কিন্তু আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত পুরুষের চেয়ে আলাদা কিছু নয়, অয়ন। আজকাল তো সংসারের সমীকরণটাই পাল্টে গেছে। দায়িত্ব নেওয়ার লোক একজন, আর দাবিদার বারো জন! পুরুষ মানেই যেন একটা নিঃশব্দ এটিএম মেশিন; কার্ড পাঞ্চ করো আর টাকা তোলো, কিন্তু মেশিনটার সার্ভিসিং প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই।' অয়ন মাটির ভাঁড়টা আঙুলের চাপে গুঁড়ো করে ফেলে একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'সবচেয়ে মজার বিষয় কী জানিস? আজকাল ঘরে ঘরে এই নিয়ে গল্প।

একদিকে আইনি ভয় দেখিয়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা, অন্যদিকে নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। সমাজ নারীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার, যা হওয়াটাও দরকার। কিন্তু একটা মধ্যবিত্ত ছেলে যে রোজ দুই তরফের চাপে পিষে যাচ্ছে, তার চুপচাপ চোখের জল দেখার কি কেউ আছে? এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে কোনো মানুষ কীভাবে স্বাভাবিক থাকবে বল?'

দীপক অয়নের কাঁধে একটা শক্ত হাত রেখে বলল, 'তাহলে নিজেকে নিঃশেষ হতে দিচ্ছিস কেন? অন্যকে খুশি করতে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিকিয়ে দেওয়া কোনো সমাধান হতে পারে না, অয়ন। সম্পর্কের একটা সীমানা থাকা দরকার; তা সে জন্মদাত্রী পরিবারই হোক কিংবা নিজের স্ত্রী। যে সম্পর্ক তোকে মানুষ হিসেবে সম্মান দেয় না, সেখানে নিজেকে বলি দেওয়াটা কোনো ত্যাগ নয়, বোকামি। তোকে নিজের পায়ের নিচের শক্ত মাটিটা নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে।'

দীপকের শেষ কথাগুলো অয়নের ভেতরের জমে থাকা বিভ্রান্তিগুলোকে এক নিমেষে দূর করে দিল। সে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আর সেই শ্বাসের সাথে ঝরে পড়ল সমস্ত দ্বিধা।

অয়ন পকেট থেকে ফোনটা বের করল। প্রথমে মায়ের নম্বরে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট বার্তা পাঠাল; 'মা, পুজোতে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী যা দেওয়ার আমি দিয়েছি। সংসার চালাতে গিয়ে আমার ওপর যে আর্থিক চাপ যাচ্ছে, তাতে এর চেয়ে বেশি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা যেভাবে ভাবছ, বাস্তবতা তেমন নয়।' বার্তাটি পাঠিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে অয়ন উঠে দাঁড়াল। তার চেহারায় এখন এক অদ্ভুত স্থিরতা। সন্ধ্যা নামতেই শহরজুড়ে ঝলমলে আলো জ্বলে উঠল। ঢাকের আওয়াজ আর উলুধ্বনিতে চারপাশ মুখরিত। উৎসবে মাতোয়ারা কলকাতার আলো আঁধারির মধ্য দিয়ে অয়ন যখন হেঁটে তার ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়াল, তার পদক্ষেপগুলো ছিল আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। ঘরে ফিরে আজ সে মেঘনার মুখোমুখি বসবে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে, যৌথ সংসারের খরচের দায় দুজনকেই সমানভাবে নিতে হবে, অন্যথায় এই একতরফা মানসিক চাপ সে আর বয়ে বেড়াবে না।

আকাশে তখন শরতের চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। জাঁতাকলে পিষে যাওয়া অতীতে আটকে না থেকে, অয়ন আজ নিজের শক্তিতে নিজের জীবনের নতুন সীমানা এঁকে নিল। 'বিয়ের আতঙ্ক' কাটিয়ে উঠে নিজের আত্মসম্মান আর মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনার এই তো মাত্র শুরু!